সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৩

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার
মদনমোহন তর্কালঙ্কার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৩

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার
মদনমোহন তর্কালঙ্কার

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার
মদনমোহন তর্কালঙ্কার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা
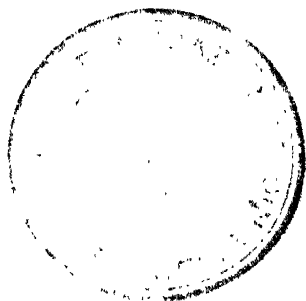
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনে শিল্পী হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে যিনি খ্যাতিলাভ করেন নাই অথচ পরোক্ষভাবে যাঁহার দান অতুলনীয়, সেই পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের সহিত আধুনিক যুগের সাহিত্যসেবীদের পরিচয় সাধন করিবার প্রয়াসে এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই ভাবে আপনাকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখিয়া মাতৃভাষার সেবা করিতে সে যুগের আর কোনও পণ্ডিতকেই আমরা দেখি না। গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। যে 'সমাচার দর্পণ' ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষার্দ্ধ হইতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বাংলা দেশের সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম্মে বহু পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধনে সহায় হইয়াছিল, জন ক্লার্ক মার্শম্যান নামে তাহার সম্পাদক হইলেও প্রথমাবস্থায় পণ্ডিত জয়গোপালই ছিলেন তাহার স্তম্ভ। এই সংবাদপত্র মারফৎ তিনিই ঋজু কঠিন বাংলা ভাষাকে নমনীয় করিয়া আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় অসাধারণ কীর্ত্তি—কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের সংস্কার সাধন। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে শতাব্দীকালেরও ঊর্দ্ধকাল কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের নামাঙ্কিত যে দুইটি মহাকাব্য পঠিত ও গীত হইয়াছে, তাহার মনোহারিণী ভাষা যে জয়গোপালের, এ কথা আজ আমরা কয় জন

জানি ? জয়গোপাল কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই দুইটি ভাষা-মহাকাব্যের যে রূপ ছিল, তাহার সহিত পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি মিলাইয়া দেখিলেই জয়গোপালের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার পরিচয় আমরা পাইব। সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত হইয়া মাতৃভাষার জন্য তাঁহার এই বিপুল অধ্যবসায় আজ সমগ্র বাঙালী জাতিকে জয়গোপালের নিকট ঋণী করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালীর আত্মবিস্মৃতি ধীরে ধীরে ঘুচিতেছে ; সেই পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিবার সময় আসিয়াছে।

কর্ম্ম-জীবন

জয়গোপালের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। ইনি জাতিতে বারেন্দ্র-শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

জয়গোপাল প্রথমে তিন বৎসরকাল কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন, তৎপরে ১৮০৫ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—১৮ বৎসর পাদরী কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরি করেন, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র* হইতে ইহা জানা গিয়াছে।

শ্রীরামপুরে অবস্থানকালে তিনি কিছু দিন মিশন-স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ মে বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইলে, তিনি প্রথমাবধি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদকীয় বিভাগের স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন। ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লেখেন :—

* Annual Return...dated 1 May 1845. ইহাতে জয়গোপালের বয়ঃক্রম "৭৩ বৎসর" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার…কবিবর পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন…।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে জয়গোপাল মাসিক ৬০৲ বেতনে ইহার সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত সংস্কৃত কলেজে কাব্য বা সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন ৬০৲ হইতে বাড়িয়া ৯০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় জয়গোপাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

যখন তিনি [বিদ্যাসাগর] সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন ; ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই তাঁহার 'ভাব লাগিয়া' গেল, গলার স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, 'আহা, হা, দেখ দেখি, কেমন লিখেছে।' এই বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল ; সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল ;…জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দুইটি কবিতা আমার মুখস্থ আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

ত্বৎকীর্ত্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।

শ্রীকীৰ্ত্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্কয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ ॥

হে কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ। তোমার কীর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া চন্দ্রেব পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাঁহাব স্বামীকে তিনি চিনিতে না পারেন; এই ভাবিয়া তিনি আপনাব স্বামীব গায়ে একটি দাগ দিলেন, তাহাই আমবা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।

দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, যখন মেকলে প্রভৃতি য়ুরোপীয়েবা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলেজের মুরুব্বি হরেস্ হেম্যান উইলসন তৎকালে বিলাতে অবস্থান কবিতেছিলেন; তাঁহাকে সম্বোধন কবিয়া কবিতাটি বচিত হইয়াছিল,—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূবং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীবে নিবসন্তি সংপ্রতি পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি ॥

এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য; ইহাতে যে সকল বিদ্বান্ লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসেব তুল্য। এক্ষণে সেই সরোববের নিকটে কয়েক জন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই ব্যাধেব হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পবিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে।

সুকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশীবাম দাসের মহাভারত edit করিয়া কিন্তু অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২২৩-২৫।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

জয়গোপাল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা বা **সম্পাদন** করিয়াছিলেন। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) **শিক্ষাসার।**

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড (পৃ. ৭২) আছে ; তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

> **শিক্ষাসার। অর্থাৎ গুরুদক্ষিণা ও চাণক্য শ্লোক ও দিনপঞ্জিকা ও শুভঙ্করকৃতা আর্য্যা। বালকেরদের শিক্ষার্থে শ্রীজয়গোপালতর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার ছাপা হইল।** সন ১৮১৮।—

এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

গুরুদক্ষিণা।—

কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলকুতূহলী॥ সা তে ভবতু
সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী। উগ্রেণ তপসা লব্ধো
যয়া পশুপতিঃ পতিঃ॥ প্রণামে জুড়িয়া পাণি
বন্দো মাতা বীণাপাণি তব পদে রহুক মোর মতি।
তোমার চরণ সেবি ব্যাস বাল্মীকি কবি তোমা বিনা
আর নাহি গতি॥ কৃপাদৃষ্টে চাহ যারে ইন্দ্রপদ দেহ
তারে তুমি মাতা সকলের সার। তব ভক্ত যেই জন
পূজে তারে ত্রিভুবন তব পদে মতি রহে যার॥ বন্দো

হর গৌরী গঙ্গা বিপদনাশিনী। একে২ বন্দো যত
সুর সিদ্ধ মুনি ॥ পঞ্চদেব নবগ্রহ আদি যত জন।
সাবধান হয়ে বন্দো সভার চবণ ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বন্দো
করিয়া ভকতি। মাতা পিতা বন্দিলাম স্থিব করি মতি ॥

(২) **বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়কশ্লোকাঃ।** ইং ১৮১৭। পৃ. ৫২।

ইহাতে ১০৯টি শ্লোক ও পয়ারে তাহার বঙ্গানুবাদ আছে। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রণকাল এইরূপ দেওয়া আছে ঃ—"কলিকাতাতে ছাপা হইল॥ ১২২৪"। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় জয়গোপাল তাঁহার পরিচয় এই ভাবে দিয়াছেন ঃ—

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি ভূমিপতি ভূমিসুরপতি।
তার বাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম। সমাজপূজিত গ্রাম বজরাপুবেতে নিবসতি ॥
শ্রীজয়গোপালনাম হবিভক্তিলাভকাম উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কাব।
ভক্তবৃন্দমধ্যববি শ্রীবিল্বমঙ্গল কবি কবিতার প্রকাশে পয়াব ॥

রচনার নিদর্শন ঃ—

কনককমলমালঃ কেশিকংসাদিকালঃ
সমবভুবি করালঃ প্রেমবাপীমরালঃ।
অখিলভুবনপালঃ পুণ্যবল্লীপ্রবাল-
স্তব ভবতু বিভূত্যৈ নন্দগোপালবালঃ ॥ ২ ॥

গলে দোলে কনককমল দিব্য মাল।
কেশিকংসচানূর প্রভৃতি দৈত্যকাল ॥
সমরে ভীষণ অতি প্রেমনদীহংস।
সমস্ত জগৎপতি মুরলীবতংস ॥

পুণ্যরূপ লতার সে নূতন পল্লব।
শ্রীনন্দনন্দন তব করুন বিভব ॥ ২ ॥

উপাসতাং ব্রহ্মবিদঃ পুরাণাঃ
সনাতনং ব্রহ্মনিবদ্ধচিত্তাঃ।
বয়ং যশোদাসুতবালকেলি-
কথাসুধাসিন্ধুষু মজ্জযামঃ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী পুরাতন যত মুনিগণ।
একচিত্তে নিত্য ব্রহ্ম করুন ভজন ॥
আমবা যশোদাপুত্রবাল্যলীলাকথা।
সুধাব সাগরে মন মজাই সর্ব্বথা ॥ ৫ ॥

উদূখলং বা যমিনাং মনো বা ব্রজাঙ্গনানাং কুচকুট্মলম্বা।
মুবাবিনাম্নঃ কলভস্য বিষ্ণোবালানমাসীৎ ত্রয়মেব লোকে ॥ ৯ ॥

শিশুকালে উদূখলে বান্ধিল যশোদা।
ভক্তজনহৃদয়েতে বান্ধা কৃষ্ণ সদা ॥
ব্রজবালাস্তন আব বন্ধনেব স্থান।
এই তিন মাত্র হবিকরীর আলান ॥ ৯ ॥

মধুবৈকরসং পদং বিভোর্মথুরাবীথিচরং ভজামহে।
নগবীমৃগশাবলোচনানয়নেন্দীবরবর্ষধর্ষিতং ॥ ৫৯ ॥

মধুররসের সার শ্রীকৃষ্ণচরণ।
মথুরাগমনকালে ভজি অনুক্ষণ ॥
গোপিকানয়নরম্যপঙ্কজগলিত।
অশ্রুতে পিচ্ছল পথে যে পদ স্খলিত ॥ ৫৯ ॥

(৩) **পত্রের ধারা।** ইং ১৮২১। পৃ. ৫৬।

পত্রের ধারা। অর্থাৎ পাঠাপাঠ ও পট্টা ও কবুলিয়ত ও দরখাস্ত প্রভৃতি যাহা বালকেরদের শিক্ষার্থে সংগৃহীত হইল। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। সন, ১৮২১ শাল।

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু ইহার লেখক যে জয়গোপাল, পাদরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকায় (নং ২২৫ দ্রষ্টব্য) তাহার উল্লেখ আছে।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'পত্রের ধারা' হইতে একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

বয়ঃকনিষ্ঠ খুড়াপ্রভৃতিকে এই পাঠ লিখিবেক।

পূজনীয় শ্রীযুত রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুড়া

মহাশয় চরণেষু।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষি শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ শর্ম্মণঃ

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এ জনের সমস্ত মঙ্গল। পরং শ্রীরামপুরে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা অন্য২ লোকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসের নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন যদ্যপি অধ্যয়ন করিতে বাসনা থাকে তবে শ্রীরামপুরের পাঠশালাতে আসিবেন এখানে বাসাখরচও পাইবেন অতএব এইখানে থাকিয়া অধ্যয়ন করা উপযুক্ত। আগামি মাসে পাঠ আরম্ভ হইবেক একারণ লিখিতেছি যে আপনারা অতিশীঘ্র আসিবেন কেননা এস্থানে অনেক শাস্ত্রের আলোচনা আছে এবং শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিসুপণ্ডিত এঁহার নিকট থাকিলে অনেক উপকার আছে ইহা জ্ঞাত কারণ লিখিলাম ইতি তাং ৯ কার্ত্তিক।—পৃ. ৯।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক চতুর্থ বার মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের পুস্তকে একটি নূতন অংশ দেখিতেছি; এই নূতন অংশ ৬০-৮৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "চাণক্যকর্ত্তৃক সংগৃহীত নীতিগ্রন্থ। সারসংগ্রহ।"

(৪) **চণ্ডী।** ইং ১৮১৯ (?)

৩ এপ্রিল ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

> কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডী গান পুস্তক নানাপ্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে লাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পাবে।

জয়গোপাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'চণ্ডী' আমি কোথাও দেখি নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আখ্যাপত্রবিহীন একখানি প্রাচীন 'চণ্ডী' আছে, তাহা জয়গোপালের সংস্করণ হওয়া বিচিত্র নহে।

(৫) **বাল্মীকিকৃত রামায়ণ।** কৃত্তিবাসঃকর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত। ১ম—৭ম কাণ্ড। ইং ১৮৩০-৩৪।

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন :—

> রামায়ণ।—কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বহুকালপর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু ঐ রামায়ণ গ্রন্থে লিপিকর প্রমাদে ও শিক্ষক ও গায়কদিগের ভ্রমপ্রযুক্ত অনেক২ স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ার লুপ্তইত্যাদি নানা দোষ হইয়াছে এইক্ষণে ঐ গ্রন্থ সুপণ্ডিতদ্বারা বর্ণাশুদ্ধ্যাদি বিচারপূর্ব্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে···(৩০ মে ১৮২৯)
>
> এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।—বাঙ্গলা ভাষাব কাব্য অর্থাৎ রামায়ণের

আদ্যকাণ্ড কৃত্তিবাসপণ্ডিতকর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা এবং উত্তম পণ্ডিতকর্তৃক সংশোধিত। মূল্য ৩ টাকা। (২০ মার্চ ১৮৩০)

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ যে রামায়ণ প্রকাশিত হয়, তাহা প্রচলিত পুথির অনুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছিল। জয়গোপাল কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া ইহা শ্রীরামপুর মিশন হইতে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়। একই কাব্যাংশের আদি রূপ ও সংস্কৃত রূপ দেখিলে জয়গোপালের কৃতিত্ব আমরা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিব। আমরা নিম্নে একই অংশের দুই পাঠ দিলাম ঃ—

আদি রূপ ঃ—

তুই ছার দুরাচারী হরিলে পরের নারী
জীবনে নাহি তোব ভয
দশরথ মহা বাজা দেব লোকে কবে পূজা
শ্রীরাম তাহাব তনয়।
যাহার ধনুক টান ত্রিভুবনে কম্পবান
হেন রাম লঙ্কাব ভিতব
দেববাজ করে পূজা হেলে মারে বালি বাজা
তার সনে তোর পাঠান্তব।
সুগ্রীবেব বিক্রম যত তাহাবা কহিব কত
সে সকল হইব বিদিত
তোবে এক নাথি মাবি কাঁপাইব লঙ্কাপুরী
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত।
শুন রাজা লঙ্কেশ্বব আমার বচন ধর
আমি আইলাম তোমাব গোচর
শ্রীবাম সাগর পাব তোর নাহিক নিস্তাব
জমদ্বাব নিকট যে তোর।

(ষষ্ঠ কাণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫)

জয়গোপালের সংস্কৃত রূপ :—

তুই ছার দুবাচাবী　　　হরিলি পরের নারী
পবলোকে নাহি তোর ভয়।
দশবথ মহাবাজা　　　দেব লোকে করে পূজা
শ্রীবাম যে তাঁহাব তনয় ॥
যাহাব দুর্জয় বাণ　　　ভয়ে বিশ্ব কম্পবান
হেন বাম লঙ্কার ভিতব।
দেববাজ কবে পূজা　　　হেলে মাবে বালি বাজা
তাব সনে তোব পাঠান্তর ॥
সুগ্রীবেব বল যত　　　তাহা বা কহিব কত
সে সকল হইবি বিদিত।
তোবে এক নাথি মাবি　　　কাঁপাইব লঙ্কাপুরী
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত ॥
শুন বাজা লঙ্কেশ্বব　　　আমার বচন ধর
আইলাম দিতে সমাচার।
শ্রীবাম সাগর পার　　　নাহিক নিস্তাব আব
নিকটে যে তোব যমদ্বার ॥
(ষষ্ঠ কাণ্ড, পৃ. ৩৬)

(৬) **মহাভারত**। ইং ১৮৩৬। পৃ. ৪২৪।

The MUHABHARUT : Translated into Bengalee Verse By KASEE DASS ; and Revised and collated with various manuscripts, By Joy Gopal Turkulunkar, of the Government Sungskrit College, Calcutta, in two volumes. Vol. I. Printed at the Serampore Press. 1836.

মহাভারত। আদি সভা বন পর্ব্ব। গৌড়ীয় ভাষাতে কাশীদাস কর্তৃক পদ্য রচিত। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক সংশোধিত

হইল। দুই বালম। তন্মধ্যে প্রথম বালম। শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে অথবা কলিকাতার লালদিঘীর ছাপাখানায় ডিরোজার সাহেবের দ্বারা বিক্রেয়। ১৮৩৬।

ইহার "দ্বিতীয় বালম"-এর আখ্যা-পত্রও পূর্ব্ববৎ। এই "বালমে" "বিরাটাদি অবশিষ্ট পর্ব্ব" আছে। ইহাও ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫২১।

'মহাভারত' প্রকাশিত হইলে ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন :—

> মহাভারত।—অনেক কালেব পব আমবা পরমানন্দপূর্ব্বক অস্মদীয় এতদ্দেশীয় বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহাভারত সংশোধিত হইয়া প্রায় দুই বৎসবেরও অধিক হইল মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহা এইক্ষণে সুসম্পন্ন হইয়াছে ঐ মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নানা লিখিত গ্রন্থ পর্য্যালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কাবকর্তৃক সংশোধিত হইয়াছে।··· কাশীদাসকর্তৃক বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদিত ঐ গ্রন্থ এই প্রথমবাব সমগ্র মুদ্রাঙ্কিত হইল।
>
> পরন্তু বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্য অজ্ঞ লোকের লিখন ও পঠনেতে ঐ প্রাচীন গ্রন্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদর-প্রযুক্ত মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছিল এইক্ষণে সুপণ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধ-সেবনেতে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইল।

জয়গোপালের সংশোধিত মহাভারতই আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত। আমরা জয়গোপাল-কৃত সংস্করণের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
> পদ্ম পত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥

অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগবাজ করে লাজ নাসিকা অতুল ॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসব।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানু লম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত ॥
বুকপাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এবে ধৈর্য্য ধবে কোথা কে কামিনী ॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য ঢাকিয়াছে মেঘে।
অগ্নিঅংশু যেন পাংশু আচ্ছাদিল নাগে ॥
এইক্ষণে লয় মনে বিদ্ধিবেক লক্ষ।
কাশী ভণে কৃষ্ণজনে কি কর্ম্ম অশক্য ॥
(আদি পর্ব্ব, পৃ. ১৩৩)

তুমি দেব নারায়ণ সভার উপর।
তোমাতে আচ্ছন্ন এই যত চরাচর ॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ আছে যত প্রাণী।
সম স্নেহ সভাকারে কর চক্রপাণি ॥
তোমা হৈতে আইসে প্রাণী তোমাতে মিলায়।
বিধাতা করেন সৃষ্টি তোমার কৃপায় ॥
আপনি পালন সৃষ্টি কর সভাকার।
তোমার আজ্ঞায় শিব করেন সংহার ॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারণ।
তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি পঞ্চানন ॥

সুমতি কুমতি তুমি সুযুক্তি মন্ত্রণা।
তোমাহৈতে বিভিন্ন নাহিক কোন জনা॥
যত জীব তত শিব ঘটেতে তোমার।
বসিয়া প্রাণির ঘটে করহ বিহার॥
তুমি যে করিবা দেব সেই কর্ম্ম হয়।
তুমি বল কালে কবে এ বড বিস্ময়॥
সেই কাল আপনি হইলা নারায়ণ।
কালেতে নিযুক্ত কবি কবাও নিধন॥
যত কিছু দেখ নাথ তোমাব তরঙ্গ।
সংহাব করিয়া সব বসি দেখ বঙ্গ॥

(স্ত্রী পর্ব্ব, পৃ. ৩১৬)

(৭) **পারসীক অভিধান**। ইং ১৮৩৮। পৃ. ৮৪।

পারসীক অভিধান অর্থাৎ পারসীক শব্দস্থলে স্বদেশীয় সাধুশব্দ সংগ্রহ শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্তৃক সংগৃহীত শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইল। সন ১২৪৫ সাল।

ইহার "ভূমিকা"র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

এই ভারতবর্ষে প্রায় নয় শত বৎসর হইল যবন সঞ্চার হওয়াতে তৎসমভিব্যাহারে যাবনিক ভাষা অর্থাৎ পারসী ও আরবীভাষা এই পুণ্য-ভূমিতে অধিষ্ঠান করিয়াছে অনন্তর ক্রমে যেমন যবনেরদের ভারত-বর্ষাধিপত্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমন রাজকীয় ভাষা বোধে সর্বত্র সমাদর হওয়াতে যাবনিক ভাষার উত্তরোত্তর এমত বৃদ্ধি হইল যে অন্য সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আপনি বর্দ্ধিষ্ণু হইল এবং অনেক অনেক স্থানে বঙ্গভাষাকে দূর করিয়া স্বয়ং প্রভুত্ব করিতে লাগিল বিষয় কর্ম্মে বিশেষত বিচারস্থানে অন্য ভাষার সম্পর্কও রাখিল না তবে যে কোন স্থলে অন্য ভাষা দেখা যায় সে কেবল নাম মাত্র। সুতরাং আমারদের বঙ্গভাষার

তাদৃশ সমাদর না থাকাতে এইক্ষণে অনেক সাধুভাষা লুপ্তপ্রায়া হইয়াছে এবং চিরদিন অনালোচনাতে বিস্মৃতিকূপে মগ্না হইয়াছে যদ্যপি তাহার উদ্ধাব করা অতি দুঃসাধ্য তথাপি আমি বহুপবিশ্রমে ক্রমে ক্রমে শব্দ সঙ্কলন করিয়া সেই বিদেশীয় ভাষাস্থলে স্বদেশীয় সাধু ভাষা পুনঃ সংস্থাপন করিবাব কাবণ এই পাবসীক অভিধান সংগ্রহ কবিলাম।

ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েবা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন যে স্বকীয় ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা লুক্কায়িতা হইয়া চিবকাল বিহার করিতেছে এবং তাঁহাবা আব বিদেশীয় ভাষার অপেক্ষা না করিয়াই কেবল স্বদেশীয় ভাষা দ্বারা লিখন পঠন ও কথোপকথনাদি ব্যবহার করিয়া আপ্যায়িত হইবেন এবং স্বকীয় বস্তু সত্ত্বে পরকীয় বস্তু ব্যবহাব করাতে যে লজ্জা ও গ্লানি তাহাহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এবং প্রধান ও অপ্রধান বিচাবস্থলে বিদেশীয় ভাষা ও অক্ষর ব্যবহাব না করিয়া স্বস্ব দেশ ভাষা ও অক্ষরেতেই বিচারীয় লিপ্যাদি করিতে সম্প্রতি যে রাজাজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতেও সম্পূর্ণ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই গ্রন্থে প্রায় পঞ্চশতাধিক দ্বিসহস্র চলিত শব্দ অকারাদি প্রত্যেক বর্ণক্রমে সূচী কবিয়া বিন্যস্ত করা গিয়াছে ইহাব মধ্যে পারসীক শব্দই অধিক ক্বচিৎ আরবীয় শব্দও আছে···।

(৮) **বঙ্গাভিধান।** ইং ১৮৩৮।

২৫ আগস্ট ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই বাংলা-ইংরেজী অভিধান সম্পর্কে নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছে :—

বঙ্গাভিধান।—স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। বঙ্গভূমি নিবাসি লোকেব যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্যভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে বিবেচনা কবিলে

জানা যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দেব চলন যদ্যপি ইদানীং ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেবা বিবেচনা পূর্ব্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা লিখিতে ও তদ্দ্বাবা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্ব্বাহ করিতে পাবেন এই প্রকাব লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বাবাই সাধুতা প্রকাশ করেন অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুব ন্যায় হাস্যাস্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকেব বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহাবে উচ্চার্য্যমাণ যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ লিখনে ও পবস্পব কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকেব মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দোষ পবিহাবার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলনপূর্ব্বক (বঙ্গাভিধান) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম।···

এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষাবও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেবদেব উভয় পক্ষেই মহোপকাব সম্ভাবনা আছে···। শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণঃ।

ইহা ছাড়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' (পৃ. ৩১) ও চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের 'বৃত্তরত্নাবলী' (পৃ. ১৫) জয়গোপাল প্রকাশ করিয়াছিলেন।*

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে দেবনাগর অক্ষরে 'শ্রীমহাভারত' প্রকাশিত হয়, তাহার তৃতীয় খণ্ড যে তিন জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক "পরিশোধিত" হইয়া ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৫৭ দ্রষ্টব্য।

মৃত্যু

১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে জয়গোপাল পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল; তাঁহার স্থলে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ অস্থায়ী ভাবে সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

*　　　　*　　　　*

জয়গোপাল সম্বন্ধে ইহার অধিক সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতের উল্লেখ পাইয়াছি, কিন্তু বইখানি দেখিবার সুবিধা হয় নাই। বইখানি—বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত '৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনচরিত' (পৃ. ১০, ১৩০৮)।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলা দেশে যে কয় জন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মদনমোহনের স্থান তাঁহাদের মধ্যে প্রায় পুরোভাগে ছিল। কিন্তু বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়া তিনি তাঁহার কবি-সম্মান নিজেই বর্জ্জন করিয়াছেন এবং বাংলা দেশও এক জন সত্যকার কবিকে হারাইয়াছে। তাঁহার কবি-প্রতিভার যেটুকু পরিচয় ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া আছে, তাহা দেখিয়া আজ আমরা আক্ষেপ মাত্র করিতে পারি। যে "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" কবিতার প্রভাবেই এক দিন বাংলা দেশের শিশুসমাজ মুগ্ধ হইয়াছিল এবং যাহা আজিও শিশুরা মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া থাকে, তাহা মদনমোহনেরই রচনা। 'শিশুশিক্ষা'য় তাঁহার দান কোন দিন অস্বীকৃত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্বের সহিত মদনমোহনের কৃতিত্ব বহু স্থলে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবনী-আলোচনায় আমরা 'বাসবদত্তা'র কবি মদনমোহনকে বারংবার স্মরণ করিতেছি। বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে যে কয় জন ব্রতী হইয়াছিলেন, মদনমোহন তাঁহাদের অন্যতম প্রধান। তিনি শেষ-জীবনে সাহিত্য ও সমাজ হইতে দূরে চলিয়া গেলেও তাঁহার প্রথম জীবনের কীর্ত্তি তাঁহাকে অমরতা দান করিয়াছে।

বাল্যজীবন

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে* নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিল্বগ্রামে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়।

"সংস্কৃত কালেজের রিপোর্ট পুস্তক হইতে" মদনমোহনের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তর্কালঙ্কার মহাশয়·· সংস্কৃত-কালেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার তৎকালে বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর [জুন ?] মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত-কালেজে প্রথম প্রবিষ্ট হন।···তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর একশ্রেণীতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উদারচিত্ত ও অসাধারণ প্রতিভায় উভয়ের কেহ কাহারও ন্যূন ছিলেন না। প্রথম পুরস্কার ইহাঁদিগের দুই জন ব্যতীত অপর কেহ পাইতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর পরস্পরের প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িলেন।···তিন বৎসরকাল ব্যাকরণ শ্রেণীতে মুগ্ধবোধ পাঠ করিয়া উভয়েই সাহিত্য শ্রেণীতে উঠিলেন।···তৎকালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।· দুই বৎসর সাহিত্য শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া উভয় বন্ধুই অলঙ্কার শ্রেণীতে অলঙ্কার পাঠ আরম্ভ করেন। সুধীবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তৎকালে অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন।···

---

* সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে দেখিতেছি, ২৭ আগষ্ট ১৮৪৭ তারিখে মদনমোহনের বয়স ছিল "৩১"; ৩ জানুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে বয়স ছিল "৩২"। এই বয়সের হিসাব মদনমোহনেরই দেওয়া।

অলঙ্কার শ্রেণীতে দুই বৎসর পাঠ করিয়া তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর কিছুদিন জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করেন। জ্যোতিষের পর কিছুদিন দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া স্মৃতি শ্রেণীতে স্মৃতি পাঠারম্ভ করেন।...

স্মৃতি শ্রেণীতে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তৃতীয় বৎসরের শেষে স্মৃতি শাস্ত্রে পরীক্ষা দেন।...তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর উভয়েই এই স্মৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজপণ্ডিতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।* এই পরীক্ষার পর ১৮৪২ খৃঃঅব্দে তর্কালঙ্কার বিদ্যালয়-জীবন সমাপ্ত করেন।†

চাকুরী-জীবন

হিন্দুকলেজ পাঠশালা

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, মদনমোহন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দুই মাস কাল হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন পাঠশালায় শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন; তিনি ১ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হন। খুব সম্ভব তাঁহারই স্থলে বাংলা পাঠশালায় মদনমোহন নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

---

* বিদ্যাসাগর ২২ এপ্রিল ১৮৩৯ তারিখে হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিয়া পর-মাসে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। মদনমোহন হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দেন—৩১ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে; শিক্ষা-বিভাগীয় রিপোর্টে ইহার উল্লেখ আছে।

† যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ): 'কবিবর ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্‌গ্রন্থসমালোচনা' (সংবৎ ১৯২৮), পৃ. ১-৭।

বারাসত গবর্মেণ্ট বিদ্যালয়

মদনমোহনের জীবনীতে (পৃ. ৭) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন, কলিকাতায় বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিবার পরে মদনমোহন এক বৎসর বারাসত গবর্মেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রথম পণ্ডিতের কার্য্য করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মদনমোহন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী করেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ

তৎপরে মদনমোহন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজে পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে, মদনমোহন তাঁহার স্থলে ৯০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত এই ৯০৲ বেতনের পদটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর এই সময়ে ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক; কিন্তু তিনি ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া, সতীর্থ মদনমোহনকে দিতে অনুরোধ করেন। সংস্কৃত কলেজে মদনমোহনের নিয়োগ-কাল—২৭ জুন ১৮৪৬।

চারি বৎসর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত

করিবার পর মদনমোহন ৫ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। তিনি পরবর্ত্তী ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ছিলেন। কাউন্সিল-অব-এডুকেশন তাঁহার পদত্যাগে এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> Ordered to be recorded with an expression of the high opinion entertained by the Council for the zeal and ability with which Pundit Muddonmohun Tarkalankar performed his duties during his connection with the Sanskrit College.

মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া মদনমোহন মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হন। তিনি এই পদে পাঁচ বৎসর কার্য্য করিবার পর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থলে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (ইনি প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন) জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন।

কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

মুরশিদাবাদে এক বৎসর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া মদনমোহন কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

মৃত্যু

৯ মার্চ ১৮৫৮ তারিখে কলেরা রোগে কান্দীতে মদনমোহনের মৃত্যু হয়।

তর্কালঙ্কার বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। জীবনে তিনি অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। ১২৬০ সালে মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে,

তাঁহার এবং গঙ্গাচরণ সেনের সবিশেষ যত্নে বহরমপুরে দাতব্য সমাজ স্থাপিত হয়।* অনাথ-আতুরদের সাহায্যদানই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার জনহিতকর কার্য্য প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন ঃ—

> কান্দী তর্কালঙ্কাবেব কীর্ত্তিব চবমস্থান। কান্দীতে তিনি যৎকালে প্রথম আসেন তখন সেখানে রাস্তা, ঘাট, বিদ্যালয় প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তিনি আসিয়া এই সকলেব প্রথম সৃষ্টি কবেন। মুবশিদাবাদেব ন্যায় কান্দীতেও একটী অনাথমন্দিব সংস্থাপন কবেন।···বালিকাদিগেব শিক্ষাব নিমিত্ত এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন কবিয়াছিলেন।·· তিনি স্বয়ং এই বিদ্যালয়েব তত্ত্বাবধারণ কবিতেন। ইহা ভিন্ন কান্দীব ইংবাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়েরও ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা। (পৃ. ২৪-২৫)

কীর্ত্তি-কথা

কলিকাতায় সংস্কৃত যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মদনমোহনের উদ্যোগে কলিকাতায় সংস্কৃত যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

> যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কাব সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম; তর্কালঙ্কাবের উদ্যোগে, সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায়, তিনি ও আমি, উভয়ে সমাংশভাগী ছিলাম।—'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস', বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী—বিবিধ, পৃ. ৬৭৫।

সেকালে সংস্কৃত যন্ত্রের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থই এখানে মুদ্রিত হইয়াছিল। "কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক

---

* 'সোমপ্রকাশ', ২৪ অক্টোবর ১৮৫৯।

দৃষ্টে পরিশোধিত” ভারতচন্দ্র রায়ের ‘অন্নদামঙ্গল’ এই যন্ত্রে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই কৃষ্ণনগর রাজবাটী হইতে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলে’র মূল পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন ঃ—

> বিদ্যাসাগব ভাবতচন্দ্রেব বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ কবিতেন। আমাব বোধ হয়, যখন বসময় দত্তেব সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজেব অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরিব পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক [এপ্রিল ১৮৪৭] মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানাব ব্যবসা আবম্ভ কবেন, তখন ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ গ্রন্থই তাঁহাব ছাপাখানাব সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভাবতচন্দ্রেব ‘অন্নদামঙ্গলেব’ কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি কবিতে শুনিযাছি। আমাব বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি ‘হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া’ ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—‘দেখ দেখি, কেমন পবিষ্কাব ঝব্ঝবে ভাষা।’—‘পুবাতন প্রসঙ্গ’, ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৩৫।

অবলা-বান্ধব মদনমোহন

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কর্ত্তৃক হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয় (বর্ত্তমান বীটন কলেজ) স্থাপিত হয়। ইতিপূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের যথেষ্ট বাধা ছিল। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের দ্বারা প্রথমে এই বাধা দূরীভূত হয়। তাঁহারা নিজ নিজ কন্যাদের বীটন-নারী-বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষার ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম আপনার দুই কন্যা—ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে

বীটন-নারী-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজ-নারায়ণ বসু 'আত্ম-চরিতে' মদনমোহন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

> বিটন স্কুল যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন আপনার কন্যাকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া এবং অন্যান্য প্রকারে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাররূপ মহৎ কার্য্যে বিটন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিটন সাহেব এজন্য তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং "My dear Madan" (প্রিয় মদন) বলিয়া পত্র লিখিতেন। ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "সর্ব্বশুভকরী" নামে পত্রিকা বাহির করেন।* এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত। (পৃ. ৩৩)

আচার্য্য কৃষ্ণকমলও লিখিয়াছেন,—"তিনি [মদনমোহন] 'সর্ব্ব-শুভকরী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছিলেন" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫৪)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বা মদনমোহন কেহই 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' সম্পাদন করেন নাই। পত্রিকাখানি ঠনঠনিয়ার সর্ব্বশুভকরী সভার মুখপত্র ছিল। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—আগস্ট ১৮৫০ (ভাদ্র ১২৫৭)। পত্রিকায় সম্পাদক-রূপে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম আছে। কি সূত্রে ইহাতে বিদ্যাসাগর বা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচনা স্থান পাইয়াছিল,

---

* 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ১৭৭-৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সে-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর-সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন যাহা লিখিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :—

হিন্দু-কলেজেব সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টেব ছাত্রগণ ঐক্য হইয়া, সর্ব্ব-শুভকরী নামক মাসিক সংবাদপত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদপত্রের অধ্যক্ষ বাবু বাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অনুবোধ করিয়া, অগ্রজকে বলেন যে, "আমাদেব এই নূতন কাগজে প্রথম কি লেখা উচিত, তাহা আপনি স্বয়ং লিখিয়া দিন। প্রথম কাগজে আপনাব বচনা প্রকাশ হইলে, কাগজেব গৌবব হইবে এবং সকলে সমাদবপূর্ব্বক কাগজ দেখিবে।" উহাঁদেব অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি প্রথমতঃ বাল্যবিবাহেব দোষ কি, তাহা বচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বলিয়া, তৎকালীন কৃতবিদ্য লোকমাত্রেই সমাদবপূর্ব্বক সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা পাঠ করিতেন। পব মাসে, মদনমোহন তর্কালঙ্কাব মহাশয়, স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেন।—'বিদ্যাসাগব-জীবনচবিত', ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৮৭-৮৮।

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৭২) "স্ত্রীশিক্ষা" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা একান্ত দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমরা মদনমোহনের রচনাটি নিম্নে মুদ্রিত করিলাম :—

স্ত্রীশিক্ষা।

এক বৎসরেব অধিককাল গত হইল কন্যাসন্তানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই মহানগরীতে এবং বারাসতে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে শিক্ষা স্থান সংস্থাপিত হইয়াছে। এই শ্রেয়স্কর বিষয় সর্ব্বত্র প্রচারিত করিবাব নিমিত্ত কএক জন মহাত্মা প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আপন আপন কন্যাসন্তানদিগকে তত্তৎ পাঠস্থানে নিয়োজিত করিয়াছেন। ঐ ভদ্র মহাশয়েরা সর্ব্বদাই মনের মধ্যে এইরূপ প্রত্যাশা করেন যে স্বদেশস্থ সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব কন্যাগণের অধ্যয়ন সম্পাদনে যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয় অদ্যাপি কেহই এই শ্রেয়স্কর বিষয়ে কিছুই উদ্যোগ করিতেছেন না। সকলেই কুসংস্কার ও ভ্রান্তি জালে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের ভাবি উপাদেয় ফল বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না, কেবল কুসংস্কারমূলক কতকগুলিন কুতর্ক ও অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উপস্থাপিত করিয়া এই মঙ্গল ব্যাপারের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন।

তাঁহারা কহেন

প্রথম। শিক্ষা কর্ম্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক স্ত্রীজাতির তাহা নাই সুতরাং কন্যাসন্তানেরা শিখিতে পারে না।

দ্বিতীয়। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখন নাই, এবং শাস্ত্রেও প্রতিষিদ্ধ আছে: অতএব লোকাচারবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ ব্যাপার কদাচ অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে না।

তৃতীয়। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতি-বিয়োগ দুঃখের ভাজন হইয়া চিরকাল কষ্টে জীবনযাপন করিবেক অতএব এতাদৃশ দৃষ্টদোষদূষিত বিষয় জানিয়া শুনিয়া পিতা মাতা কেমন করিয়া প্রাণসমান স্বসন্তানকে এই দারুণ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন।

চতুর্থ। স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেক, বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পিতা মাতা ভর্ত্তা প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক, এবং পরিশেষে দুশ্চরিত্রা হইয়া স্বয়ং পতিত হইবেক ও স্বকীয় পবিত্র কুলকে পাতিত করিবেক; অতএব স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধ-কূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত, কদাপি জ্ঞানপথের সোপানপ্রদর্শন করা উচিত নয়।

পঞ্চম। এই সমস্ত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষ উল্লঙ্ঘন করিয়াও যদ্যপি স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহাতেই বা ফল কি? ইহারা চাকরী করিতে পারিবেক না, আদালতে গতায়াত করিয়া কোন রাজকার্য্য

নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক না, কোন সাহেব শুভার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারিবেক না, এবং হাট বাজারে বসিয়া বা কোন দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারিবেক না; কুলের কামিনী অন্তঃপুরে বাস করে তাহার বিদ্যাশিক্ষায় কিছুই ইষ্টাপত্তি নাই, প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আমরা শাস্ত্র, ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে তাঁহাদিগের এই সমস্ত আপত্তির প্রত্যেকের সমর্থ উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদিগের প্রদত্ত উত্তর যদি অশাস্ত্রীয়, অন্যায্য, অযৌক্তিক ও পক্ষপাত-মূলক বলিয়া পক্ষপাতবিহীন দূরদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বোধ করেন, তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি স্ত্রীশিক্ষার বিষয় আর কদাপি মুখেও আনিব না। আর যদি আমাদিগের উত্তর যথার্থ হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে অবিলম্বেই এই মহোপকারক বিষয়ের অনুষ্ঠানে দেশীয় ভদ্রলোকেরা প্রবৃত্ত হউন নতুবা আর যেন তাঁহারা আপনাদিগকে লোকসমাজে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় না দেন।

প্রথম আপত্তির প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা আপত্তিকারক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, স্ত্রীজাতি যে বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ নয় এরূপ সংস্কার তাঁহারা কি মূল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? আর কোথায় বা এমত দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করিয়াছেন, যে স্ত্রীজাতিরা যথা নিয়মে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, শিক্ষা উপকরণ সমুদায় উপস্থিত ছিল, বিচক্ষণ উপদেশক যথানিয়মে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই, স্ত্রীগণেরা সকলেই মূর্খ হইয়াছিল। বোধ করি আপত্তিকারক মহাশয়েরা এই প্রশ্নের কিছুই উত্তর দিতে পারিবেন না, এবং কোথাও এতাদৃশ উদাহরণ দেখাইতে পারিবেন না। অতএব তাঁহাদিগের এই আপত্তি কেবল অমূলক কল্পনা দ্বারা উদ্ভাবিত মাত্র। ভাল তাঁহারা একবার পক্ষপাতশূন্য চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন না কেন, স্ত্রীজাতিরা

কেনই বা শিখিতে পারিবেক না। তাহারা কি মানুষ নয়? সচেতন জীবমধ্যে পরিগণিত নয়? তাহাদের কি বুদ্ধিবৃত্তি নাই? মেধা নাই? তর্কশক্তি নাই? সদৃশানুভূতি নাই? কেন! আমরা ত ভূয়োভূয় দর্শন করিতেছি শিক্ষাকার্য্যের উপযোগিনী যে যে শক্তিমত্তার আবশ্যক, স্ত্রীজাতির সে সমুদায়ই আছে কোন অংশের ন্যূনতা নাই; বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে, বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক? বরং কেহ কেহ বোধ করেন শৈশবকালে বালক অপেক্ষা বালিকারা স্বভাবতঃ ধীর ও মৃদু হয়, এ নিমিত্ত অধিকও শিক্ষা করিতে পারে। এ বিষয় আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এক স্থানে এক অপাদান হইতে এককালে বিদ্যারম্ভ করিয়া বালক অপেক্ষা বালিকারা অধিক শিক্ষা করিয়াছে। আপত্তিকারক মহাশয়েরা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখুন, কত শত বিদেশীয় নারীগণ বিদ্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ত্রীজাতির শিক্ষাশক্তিমত্তার দেদীপ্যমান প্রমাণ পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অতএব আমরা ভরসা করি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা স্ত্রীজাতির শিক্ষা করণে শক্তি নাই বলিয়া আর অমূলক অকিঞ্চিৎকর বৃথা আপত্তি উত্থাপিত করিবেন না।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস, ব্যবহার ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত করেন ইহা কেবল অবহুজ্ঞতা ও অদূরদর্শিত্ব নিবন্ধন, সন্দেহ নাই। কারণ আমরা অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় কামিনীগণেরা নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন। মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী গুরুসন্নিধানে পাঠানুশীলনের প্রত্যূহ দর্শন করিয়া জনস্থানস্থিত ভগবান্ অগস্ত্যঋষির পুণ্যাশ্রমে পাঠার্থিনী

হইয়া উপস্থিত হইতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মবিদ্বান্ যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করিতেছেন। বিদর্ভরাজনন্দিনী গুণবতী রুক্মিণী শিশুপালের সহিত পাণিগ্রহণরূপ অনিষ্টাপাত দর্শন করিয়া স্বহস্তে সাঙ্কেতিক পত্র লিখিয়া দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। উদয়নাচার্য্যের নন্দিনী সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শিনী লীলাবতী শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় প্রস্তাবে স্বভর্ত্তা মণ্ডনমিশ্রের সহিত আচার্য্যের বিচারকালে মধ্যস্থতাবলম্বন ও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বোধ করি সকলেই জ্ঞাত আছেন, কর্ণাটরাজমহিষী ও মহাকবি কালিদাসপত্নী এবং বাভটদুহিতা অতিশয় পণ্ডিতা ছিলেন। আর বিশ্বদেবী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে এক ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরন্তনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমত পণ্ডিতা হইয়াছিলেন যে তাঁহার নিবদ্ধ বচন সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রমাণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি আপত্তিকারক মহাশয়েরাও ঐ খনার অনেক বচন অবগত আছেন এবং তদনুসারে বিবাহাদি শুভকর্ম্মের দিন ও লগ্ন নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কিছু কাল হইল হঠীবিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমণী বারাণসীক্ষেত্রে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া ভূরি ভূরি ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া আরো কতকগুলি পণ্ডিতা বনিতার নাম উল্লেখ করিতে পারি কেবল পাঠকবর্গেরা বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া বিরত হইলাম।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক মাত্রেরি বিদ্যানুশীলনের প্রথা প্রচলিত ছিল। যাঁহারা বিদ্যা দ্বারা খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া লোকসমাজে অত্যন্ত প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন তাঁহাদিগেরি নাম ঐতিহ্যক্রমে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। ইহাও অসম্ভাবনীয় নহে, যে অস্মদ্দেশে উত্তম ইতিহাসগ্রন্থ না থাকাতে,

হয় ত অনেকানেক প্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীদিগেরও নাম কালক্রমে লোপ পাইয়া থাকিবেক। এস্থলে আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপে যে কএকজন প্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীর নাম উল্লেখ করিলাম এতদ্ব্যতিরিক্ত যে আর কোন স্ত্রীলোকই বিদ্যানুশীলন করিত না এমত কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। কারণ পুরুষজাতির মধ্যে পুরাতন পণ্ডিতবর্গের নাম উল্লেখ করিতে হইলে আমরা ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসাদি কএক জন গ্রন্থকার ভিন্ন আর কাহারো নাম করিতে পারি না; ইহা বলিয়া কি এই স্থির করিতে হইবেক যে পূর্ব্বকালে সর্ব্বসাধারণ পুরুষেরা বিদ্যানুশীলন করিত না। ফলতঃ এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচলিত কতিপয় পণ্ডিত পুরুষের নাম শ্রবণে যেমন প্রাচীনকালীন পুরুষসাধারণের বিদ্যাভ্যাস প্রথা স্থির হইতেছে, সেইরূপ পূর্ব্বকালের কতকগুলি বিদ্যাবতী কামিনীর নাম প্রাপ্তি দ্বারা স্ত্রীলোক সাধারণেরও তৎকালে বিদ্যানুশীলনের ব্যবহার অব্যাহতরূপে প্রচলিত ছিল স্থির করিতে হইবেক সন্দেহ নাই।

কিছু কাল হইল এ দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের প্রথা কিঞ্চিৎ স্থগিত হইয়াছে তাদৃশ প্রচরদ্রূপ নাই; ইহা আমরাও অস্বীকার করি না। ইহার কারণ কি? অন্বেষণ করিলে অতি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবেক। এই দেশ যখন দুরন্ত যবন জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তৎকালে ঐ দুর্ব্বৃত্ত জাতির দৌরাত্ম্যে আমাদিগের সুখ সম্পত্তির একবারেই লোপাপত্তি হইয়াছিল। কেহ ইচ্ছানুসারে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিত না। অগ্নিষ্টোম দর্শ পৌর্ণমাস প্রভৃতি যাগব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। বসন্তোৎসব, কৌমুদী মহোৎসব প্রভৃতি উৎসব সকল একবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। দুশ্চরিত্র যবনজাতির ভয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন ও বিদ্যানুশীলন সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইয়া গেল। সকলেই আপন আপন জাতি প্রাণ কুলশীল লইয়া শশব্যস্ত, স্ত্রীজাতিকে বিদ্যা দান করিবেক কি পুরুষদিগেরও শাস্ত্রালোচনা মাথায় উঠিল।

তদবধি স্ত্রীদিগের অন্তঃপুরনিবাস ও বিদ্যাভ্যাস নিরাস হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদিগেব আর সে দুরবস্থা নাই, অত্যাচারী রাজা নাই। শুভদিন পাইয়া সকল শুভ কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতেছি। আমাদিগের লুপ্তপ্রায় অন্যান্য সদ্ব্যবহাব সকল পুনরুদ্ধার করিতেছি। অতএব এমত স্থখেব সময়ে সংসারস্থখের নিদানভূত আপন আপন পুত্র কলত্র কন্যাদিগকে কি বিদ্যারসেব আস্বাদে বঞ্চিত বাখা উচিত? আমরা, যেমন হউক সাধ্যানুসারে আপন আপন পুত্রসন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা কবাইতেছি। কন্যাদিগের কি অপরাধ যে তাহাদিগকে অজ্ঞানগ্রস্ত করিয়া চিবকাল দুববস্থায় নিক্ষিপ্ত রাখিব।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়। আমরা পুরাণ ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র উদ্ঘাটন কবিয়া সকলেব সমক্ষে দেখাইতে পারি "স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা কবিতে নাই" এমত প্রমাণ কেহ একটীও দেখাইতে পারিবেন না, বরং পুত্রের মত কন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিধানই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন। যদি এই কর্ম্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইত তবে প্রাচীন মহাজনেবা কদাপি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতেন না।

আমবা স্ত্রীশিক্ষাব বিষয়ে প্রাচীনব্যবহার ও শাস্ত্রবিধান দর্শাইলাম এইক্ষণে আপত্তিকাবক মহাশযেরা অপক্ষপাত চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সমুচিত উত্তব হইল কি না?

বিদ্যাভ্যাস কবিলে নাবীগণ বিধবা হয়, এই আপত্তি শুনিয়া হাস্য করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সমুচিত উত্তব প্রদান। কারণ বিদ্যাভ্যাসের সহিত বৈধব্য ঘটনার কিরূপে কার্য্যকারণভাব ঘটিতে পারে। পতির মৃত্যু হইলে নারী বিধবা হয়, এই পতিমরণরূপ দুর্ঘটনা যদি স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাস-রূপ কারণবশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে এক জনের মাদকদ্রব্য সেবনে অন্য জনের মত্ততা অন্য জনেব চক্ষুর্লৌহিত্য অপর ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রম ও তদিতবের বাক্যস্খলন সর্ব্বদাই সম্ভবিতে পারে। ফলতঃ বিদ্যার এমত

মাবাত্মক শক্তিও এপর্য্যন্ত কেহই অনুভব করেন নাই। অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন করিতেছেন ও করিবেন, কেহই আপন পরিবারের সংহাবক হন নাই এবং হইবেনও না। আর বিদ্যাভ্যাস করিলে নারী দৌর্ভাগ্য দুঃখভাগিনী হয়, ইহা আবও হাসিবার কথা। কারণ যাঁহারা বিদ্যাধনের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাবাই এই সংসাবে যথার্থ সৌভাগ্যশালী ও যথার্থ ধনবান্, তদ্ভিন্নেবা কেবল এই বিশ্বস্তবাব ভাবস্বরূপ, জীবন্মৃত, একান্ত হতভাগ্য, ও নিতান্ত দবিদ্র। বিদ্যারূপ ধনশালী ব্যক্তিরা আপনাব অবিনশ্বব নির্ম্মল সনাতন বিদ্যাব প্রভাবে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় দুঃখাসম্ভিন্ন সুখাস্বাদ কবিতেছেন তাহা তাঁহাবাই জানেন। ইতর ধনবানের সেরূপ সুখ ভোগ হওয়া সুদূবে পবাহত মনেবও বিষয় নয়। অতএব স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে বিধবা অথবা দৌর্ভাগ্যবতী হইবে এই কথায উত্তব না দেওয়াই সমুচিত উত্তব।

যাহাবা কহেন বিদ্যাভ্যাস কবিলে নাবীগণ মুখব দুশ্চবিত্র ও অহঙ্কারী হইবে তাহাদিগকে উত্তর প্রদান সময়ে কিছু হিত উপদেশ দান করা বিহিত বোধ হইতেছে। বিদ্যাভ্যাসের ফলে মনুষ্যজাতি বিনয়ী সচ্চবিত্র ও শান্তস্বভাব না হইয়া তদ্বিপবীত হইয়াছে ইহা যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনি আকাশপথে মনোহব উদ্যান মধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে উত্তানপাদ হইয়া গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য নাট্যক্রিযাদি কবিতেছে, ইহাও অহবহ দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, বিদ্যাবান্ মনুষ্যেবা যে দেশে বসতি কবেন কিম্বা যে সমাজে উপবিষ্ট হইয়া স্বৈব আলাপ কবেন, এই অসম্ভব আপত্তিকারকেরা সেই সেই দেশ ও তত্তৎসমাজেব ত্রিসীমা দিয়াও কখন গতায়াত কবেন নাই। বিদ্যাবান্ মনুষ্যের চরিত দর্শন করা দূবে থাকুক কখন শ্রবণও করেন নাই। বিদ্বজ্জনের মস্তক বিনয়ালঙ্কাবে ভূষিত হইয়া সর্ব্বদাই বিনম্র রহিয়াছে, ফলবত্তরুর শিখরদেশ ফলের ভারে নিত্যই অবনত আছে।

বিদ্যারসাস্বাদকের মুখে হিত মিত ও মধুর বচন ভিন্ন কি কখন কর্কশ অপ্রিয় ও গর্হিত বাক্য নির্গত হইতে পারে? চন্দন কাষ্ঠ শত খণ্ড হইলেও কি তাহার অবয়বে মনোহর গন্ধ ভিন্ন দুর্গন্ধ নির্গীর্ণ হইতে পারে? আত্ম অপেক্ষায় স্বজাতীয় অথবা স্বদেশীয় লোকের অপকর্ষ এবং আপনার উৎকর্ষবোধ উদয় হওয়াতে মনুষ্যের মনে অহঙ্কার সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তির মনে এতাদৃশ ভাবের উদয় কদাপি হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই মনে মনে আপনাকে অকিঞ্চন ও অপর্য্যাপ্ত ও আকিঞ্চিজ্-জ্ঞানসম্পন্ন ভাবিয়া থাকেন। জ্ঞানরূপ মহাশৈলে যিনি যে পরিমাণে আরোহণ করেন তাঁহার নিকট ঐ মহাশৈল ততই উন্নত ও দুরারোহরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং আরূঢ় ব্যক্তির মনে মনে আপনাকে ততই তুচ্ছ বোধ হয়। মহার্ণব যে কিমাকার ও কি প্রকার বিস্তার তাহা সাংযাত্রিকেরাই বিলক্ষণ অনুভূত আছেন, ইতর ব্যক্তির তাহা বুদ্ধিরও গোচর নয়। এই নিমিত্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা মনের মধ্যে অহঙ্কার করিবেন কি আপনাদিগকে মৃত্তিকাবৎ তুচ্ছ পদার্থ বোধ করেন। সর্ব্বতত্ত্বদর্শী মহা পণ্ডিত সর্ আইজাক নিউটন মহাশয় অতিশয় বিনীত-বচনে কহিয়াছেন "আমি যে কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন ও পদার্থ গবেষণা করিলাম, ইহা কেবল বালকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপলসকল সঙ্কলন করিলাম মাত্র, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সুশীলা বিনয়বতী ও লজ্জাবতী ইহাদের ত কথাই নাই। বিদ্যাভ্যাস করিলে নিতান্ত উদ্ধত অবিনীত ও চঞ্চল ব্যক্তিরাও একান্ত বিনীত শান্ত ও সুধীর হইবে সন্দেহ নাই। যাচ্ঞা করিলে যেমন মান নষ্ট হয়, জরার উদয়ে যেমন শরীরের লাবণ্য ভ্রষ্ট হয়, সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার ধ্বস্ত হয়, জ্ঞানালোক সঞ্চার হইলে সেইরূপ দুশ্চরিত্র দোষ নিরস্ত হয়। দুর্ব্বিনয় দোষ ও অধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ মহারোগের শান্তি নিমিত্ত বিদ্যাই একমাত্র মহৌষধ। হিতাহিত কার্য্যাকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশের

নিমিত্ত বিদ্যাই মহাগুরু স্বরূপ। শ্রদ্ধা শান্তি ও ধর্ম্মপথের পান্থগণের পথপ্রদর্শন নিমিত্ত বিদ্যাই একমাত্র সার্থ হইয়াছেন। অতএব বিদ্যালোক-সম্পন্ন কি পুরুষ কি স্ত্রী কেহই দুশ্চরিত্র ও অধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারেন না, তাহা হইলে বিদ্যার মহিমা এতাদৃশ গুরুতররূপে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই অঙ্গীকার করিতেন না। সুতরাং বিদ্যাভ্যাস করিলে স্ত্রীলোক দুশ্চরিত অহঙ্কৃত ও মুখর হইবে এ কথা কথাই নয়।

স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে কি ফল হইবে, এই প্রথম আপত্তিই প্রতিপক্ষগণের প্রধান আপত্তি বোধ হইতেছে। কারণ তাঁহাদিগের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যাবতীয় আপত্তি, বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা ও অনুৎসাহ সকলি এতন্মূলক উত্থিত হইয়াছে, এবং একপ হওয়াও নিতান্ত বিস্ময়াবহ নহে, যেহেতু প্রাবিপ্সিত বিষয়ে প্রয়োজনাভাব দর্শন হইলে কাজে কাজেই তদ্বিষয়ে অরুচি, অনুৎসাহ ও পরাঙ্মুখতা জন্মিতে পারে। অতএব আমরা এই আপত্তির সবিস্তর উত্তর এবং স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাভ্যাস করাইলে যে যে মহোপকার দর্শিবে তাহা সপ্রমাণ উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের দেশস্থ লোকেরা প্রায় সকলেই মনে করিয়া থাকেন, কতগুলি ধনোপার্জ্জন করা, সময়ে সময়ে সভা ও সমাজস্থলীতে অনর্গল বক্তৃতা করা, এবং রাজপুরুষগণের সন্নিধানে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, এই সকলই বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য ফল। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহারা নিতান্তই অদূরদর্শী ও অত্যন্ত ভ্রান্ত। বিদ্যা যে কি অদ্ভুত পদার্থ, এবং তাহার ফল যে কি উপাদেয় ও কত মহৎ তাহা কিছুই জানেন না। জানিলে কখনই এই সকল তুচ্ছ বিষয়কে বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। যথার্থ বিদ্যা হইলে এই মনুষ্য আর এক প্রকার মনুষ্য হয়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সকল নৈসর্গিক দোষসমূহনির্ম্মুক্ত হইয়া কেবল গুণগ্রামে গুম্ফিত হয়। তাঁহার অন্তঃকরণে এমত কোন অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রস্ফুরিত হইতে থাকে যদ্দারা সমস্ত

অজ্ঞানতমোরাশি বিনাশিত হইয়া যায় এবং বিশ্বের সমুদায় তত্ত্ব তাঁহার নিকট স্ফুটরূপে অবভাসিত হইতে থাকে। দুর্দান্ত ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া কেবল যথার্থ পথে পর্য্যটন ও তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণগ্রাম তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া নিত্য অধিষ্ঠান করে। কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষ্যা দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষবর্গ তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আশ্রয় না পাইয়া হতাশ হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে। শাঠ্য কাপট্য পৈশুন্য প্রভৃতি দস্যুগণের প্রবেশাবরোধ নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত নিত্যই বদ্ধকবাট হইয়া থাকে। তাঁহার মুখমণ্ডল এমত সৌম্য আকার ধারণ করে যে দর্শন মাত্রেই দর্শকগণের অন্তঃকরণে হর্ষ ও ভক্তির সঞ্চার হয়। তিনি দক্ষিণ হস্তে সত্য ও বাম হস্তে ন্যায় এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া অকুতোভয়ে সকল ব্যাপার সমাধান করিতে থাকেন। সংসারের সকল ব্যক্তিই তাঁহার আত্মীয়, একবারো কাহারো প্রতি অনাত্মীয় ও শত্রু-ভাব বুদ্ধির আবির্ভাব হয় না; সুতরাং বিবাদবিসম্বাদ কুতর্ক কলহ জিগীষা দম্ভ, তাঁহার চিন্তা-পথে অবতীর্ণই হইতে পারে না। অধিক কি? এই দুঃখময় সংসার তাঁহার সন্নিধানে কেবল সুখের নিধানরূপে ভাসমান হইতে থাকে। অতএব এতাদৃশ বিদ্যাবান্ মহাপুরুষ কি তুচ্ছ ধনোপার্জ্জনকে পরম পুরুষার্থ বোধ করেন? লোকসমাজে বক্তৃতা করা কি তাঁহার পক্ষে শ্লাঘ্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? এবং রাজা কি রাজকীয় পুরুষ সমীপে সুখ্যাতিলাভকে তিনি গুরুতর লাভ বলিয়া বোধ করেন? বলন্টিন জামীরে ডুবাল নামক একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের চরিত ও অস্মদ্দেশীয় মথুরানাথ তর্কবাগীশ নামক পণ্ডিতের চরিত শ্রবণ করিলেই ইহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ডুবাল রাজপ্রসাদলাভের বিষয়ে এমত উদাসীন ছিলেন যে রাজবাটীর মধ্যে বহুকাল বাস করিয়াও রাজপরিবারের সকলকে চিনিতেন না। মথুরানাথের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য

শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপের রাজা সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে কএকবার আহ্বান করেন। নিস্পৃহ মথুরানাথ বিদ্যালোচনার ব্যাঘাতের আশঙ্কা করিয়া রাজসন্নিধানে গমনে অসম্মত হইলে রাজা স্বয়ং তাঁহার আশ্রমকুটীরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন মথুরানাথ যথার্থ বিদ্যাবান্ কিন্তু অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত। রাজা তাঁহার সেই সাংসারিক দুরবস্থা দূর করিবার বাসনায় কিছু অর্থ প্রদান করিবার ছলে প্রশ্ন করিলেন। "আপনকার যদি কিছু অনুপপত্তি থাকে আজ্ঞা করিলে আমি তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি" মথুরানাথ শুনিয়া উত্তর করিলেন আমি চারি খণ্ড চিন্তামণি গ্রন্থের উপপত্তি করিয়াছি, আমার অনুপপত্তি কি? রাজা এই উত্তর শ্রবণে মথুরানাথকে একেবারে ধনতৃষ্ণাশূন্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অতএব যাঁহারা ধনোপার্জ্জনাদিই বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া বোধ করেন তাঁহাদিগকে অদূরদর্শি বলিতে পারা যায় কি না?

এতাদৃশ মহোপকারক ও মনুষ্যত্বসম্পাদক বিদ্যানুশীলনে স্ত্রীজাতিকে নিযুক্ত করিলে এই সকল উপাদেয় ফলের কি সমুদায় লাভ হইবেক না? যদিও সমুদায় না হয় কিয়দংশেরও কি লাভ হইবেক না? আর যদ্যপি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা নিতান্তই ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত লালায়িতচিত্ত হন, স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে তাঁহাদিগকে একবারেই যে নিরাশ করিবে এমত কদাপি সম্ভাবনীয় নহে। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি তাহারা অবশ্যই তাঁহাদের ধনোপার্জ্জনের মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাহারা অন্তঃপুরে বসিয়া নানাবিধ শিল্পকার্য্য ও কারুকর্ম্ম নির্ম্মাণ করিবে তদ্দ্বারা অনায়াসে অভিলষিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে। পুরুষেরা গৃহে বসিয়া যে সকল লেখা পড়া করেন স্ত্রীজাতিরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য দান করিতে পারিবে। গৃহস্থালী ব্যাপারের আয় ব্যয় বিষয়ক লিখন পঠন নির্ব্বাহার্থে বেতন দিয়া যে সমুদায় লোক নিযুক্ত করিতে হয় গৃহের

গৃহিণী ও নন্দিনীরা অনায়াসে তৎসমুদায় সম্পাদন কবিতে যে সমর্থা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং তাহাবা স্বয়ং গ্রন্থাদির রচনা ও অনুবাদ কবিয়া তদ্দ্বাবা ভূবি ভূবি অর্থ উপার্জ্জন কবিতে সমর্থা হইবে। বাজদ্বাবে অথবা বণিগ্‌জনেব কর্ম্মালয়ে চাকবি কবা বই কি অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় নাই? বোধ কবি সকলেই অবগত থাকিবেন ফ্রান্সদেশীয় মেড্যাম ডি ষ্টেল নামে এক পণ্ডিতা বমণী অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তত্তৎ বিষয়ে সেই সেই গ্রন্থ অদ্যাপি অত্যুৎকৃষ্টরূপে পবিগণিত আছে। তাঁহাব ঐ সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইবামাত্রেই মুদ্রাকাবকেবা যথেষ্ট অর্থ দানপূর্ব্বক ক্রয় কবিয়া লইয়া যাইত, এইরূপে তিনি অপর্য্যাপ্ত ধনোপার্জ্জন কবিয়াছিলেন। মিস্ এজওয়ার্থ নাম্নী ইংলণ্ডবাসিনী এক বমণী নানাবিধ পুস্তক বচনা করিয়া অনায়াসে অনেক ধন সংগ্রহ কবিয়াছেন। এইরূপে ইউবোপেব যে সকল বমণীবা এক্ষণে অর্থোপার্জ্জন কবিতেছেন, এমত শত শত ব্যক্তিব নাম আমবা উল্লেখ কবিতে পাবি। আব চিত্রকর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম ও অন্যবিধ কারুকর্ম্ম দ্বারা বিলাতেব যে বমণী অর্থোপার্জ্জন কবিতে না পাবেন এমত স্ত্রীলোকই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইউবোপেব কি ধনী কি দবিদ্র সকল পবিবারের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু সন্তানগণকে তাঁহাবা প্রথমেই বিদ্যাবম্ভার্থে প্রায় বিদ্যালয়ে প্রেবণ কবেন না। শিশুগণেব জননী জ্যেষ্ঠভগিনী পিসী মাসী ইহাঁবাই প্রথমে শিক্ষা দেন, এবং সেই অকৃত্রিম বাৎসল্য ও অনুপম স্নেহ সহকাবে শিশুগণের চিত্তক্ষেত্রে যে সকল উপাদেয় উপদেশ বীজ বপন কবা হয় সেই সকল বীজ অত্যল্প কাল মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া ইউরোপীয় জাতিকে এইরূপ বিদ্যাফলে ভূষিত করিতেছে যে এক্ষণে ভূমণ্ডলে বিদ্যা বিষয়ে উহাদিগেব প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা তুল্যকক্ষ মনুষ্য আর পাওয়াই যায় না। অতএব অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন

যে বাল্যকালে জননীর দত্ত উপদেশ ও গুরুমহাশয়ের উপদেশ এ উভয়ের কত ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। আমাদের দেশস্থ শিশুগণ পঞ্চমবর্ষ অতীত না হইলে পাঠশালায় পাঠার্থে নিযুক্ত হইতেই পারে না। আর ঐরূপ বালককে যখন গুরুর সন্নিধানে প্রথম উপস্থাপিত করা হয় তখন সে সেই অপরিচিত ভীষণাকার শিক্ষক মহাশয়কে ব্যাঘ্র অথবা মূৰ্ত্তিমান্ মৃত্যুবাজ বোধ কবিয়া ভয়ে তাঁহার নিকটেই যাইতে চায় না, উপদেশ গ্রহণের ত কথাই নাই। কিন্তু সেই শিশুগণেব জননী প্রভৃতিরা যদি স্বয়ং শিক্ষাদান কবিতে পাবিতেন তবে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করণের প্রয়োজন কি? তাহাব পূৰ্ব্বেও তাহাবা জননীব ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া একবার তাঁহার সুধাসোদর পয়োধবের রসাস্বাদ ও একবার তাঁহার মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত অনুপম উপদেশ গ্রহণ করিতে পাবিত। এবং তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহমিশ্রিত সুললিত উপন্যাস ছলে কত শত মহোপকারক বিষয়েব শিক্ষা লাভ শৈশবকালেই সম্পন্ন হইত।

আপত্তিকারক মহাশয়েরা মনোমধ্যে ভাবিয়া দেখুন এতদ্দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাস না থাকাতে তাঁহাদের স্ত্রীপবিবারেরা কিরূপ দুরবস্থায় গৃহস্থাশ্রম যাত্রা সম্ববণ কবিতেছে, এবং তাঁহাবাই বা স্বয়ং মূর্খ পরিবারবর্গ বেষ্টিত হইয়া কত কষ্টে কালহবণ কবিতেছেন। যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরেব ন্যায় হইয়া বাস করিতে হয়, ও যাহাব সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতে হয়, এবং শাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি শরীরেব অৰ্দ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়; সেই সহধৰ্ম্মিণী পশুব মত ঘোরতব মূর্খ, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর কষ্ট ঘটিতে পারে? গৃহের অবোধ স্ত্রীজাতিরা সৰ্ব্বদাই সংসারের সামান্য বিষয় লইয়া পরস্পর এমত ঘোরতর কলহ উত্থাপিত করে যে তন্নিমিত্ত তাহারাই কেবল স্বয়ং অশেষ ক্লেশ সহ্য করে এমত নহে, গৃহস্থ ব্যক্তিকেও সাতিশয় বিরক্ত করে। এবং কখন কখন সেই কন্দল অত্যন্ত অনর্থেরও হেতু হইয়া উঠে। আমরা নিশ্চিত বলিতে

পারি এতদ্দেশে কি ধনাঢ্য কি দরিদ্র এমত পরিবারই নাই যাহার গৃহে সর্ব্বদা স্ত্রীজাতির নিরর্থক কন্দল উপস্থিত হয় না ও তজ্জন্য পরিবারের কর্ত্তাকে কষ্টভোগ করিতে হয় না। অতএব স্ত্রীজাতির এই প্রকার কুক্কুর কন্দল নিবারণের উপায় বিদ্যা শিক্ষা ভিন্ন আর কি আছে ?

গৃহেব স্ত্রীবর্গেরা অনেকেই এমত অবোধ যে গৃহস্থেব দুঃসময় দুরবস্থা ও অসঙ্গতির প্রতি একবাবও নেত্রপাত করে না, কখন পুবোহিতেব প্রতারণায় কখন বা প্রতিবেশিনীগণেব কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া অশেষ ব্যয়ায়াসসাধ্য বৃথা ব্রতাদ্যনুষ্ঠানে সঙ্কল্পারূঢ় হয় এবং তজ্জন্য গৃহস্বামিকে যৎপবোনাস্তি বিব্রত করে। বোধ করি ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণেবা বিদ্যারূপ অলঙ্কাব না থাকাতে স্বর্ণের অলঙ্কার ও সুচিক্কণ বসনাদিকে পরম পদার্থ বলিয়া গণ্য কবে, এবং কোন প্রতিবেশিনীকে আপন অপেক্ষা উত্তম বেশ ভূষায় ভূষিত ও সুসজ্জিত দেখিলে ঈর্ষ্যায় মনে মনে অত্যন্ত কাতব হয়, ও সেইরূপ বসন ভূষণের নিমিত্ত আপন ভর্ত্তাকে প্রত্যহই বিবক্ত করিতে থাকে, তাঁহার অর্থ সামর্থ্য আছে কি না ? একবারো বিবেচনা করে না। আমরা অবগত আছি অলঙ্কাবাদি বিষয়ক ভার্য্যার নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইতে না পারিয়া অনেক ভদ্র ব্যক্তিকেও অভদ্ররূপে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। যদি কোন পুরুষ অন্তঃকরণেব দৃঢ়তা বশতঃ ভার্য্যাব সেই নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘন করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাকে দাম্পত্যনিবন্ধনসুখে যাবজ্জীবন বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। কারণ, ভর্ত্তা বৈষয়িক সুখের নিধান স্বরূপ স্বকীয় প্রেয়সীর প্রার্থনা পরিপূরণে অসমর্থ হইয়া চিরকাল ক্ষোভে বিমনায়মান থাকেন। ভোগাভিলাষিণী পত্নীও সকল সুখের নিদানভূত প্রাণাধিক প্রিয়তমের নিকট প্রার্থনাভঙ্গ দুঃখে দুঃখিনী ও আপনাকে অভাগিনী জ্ঞান করিয়া চিরকাল অস্বচ্ছন্দচিত্তা হইয়া থাকে। সুতরাং দম্পতীর পরস্পর এইরূপ অসন্তোষ জন্মিলে আর সাংসারিক সুখের বিষয় কি রহিল ?

কিন্তু যদি ঐ অবোধ অবলাগণের শরীরে বিদ্যারূপ অলঙ্কার সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়, এবং যদি সেই বিদ্যারূপ অলঙ্কার প্রভার প্রভাবে সামান্য অলঙ্কার সম্ভারকে শরীরের ভার ও অসার বলিয়া বোধ জন্মে, তাহা হইলে অস্মদ্দেশীয় জায়াপতীর ঐ অপরিহার্য্য দুঃখ কি একেবারে দূরীভূত হইবে না ? এবং তাঁহারা স্বচ্ছন্দে কি প্রণয়সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন না ?

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজনেরা আপন আপন গৃহ কর্ম্ম সমাধা করিয়া মধ্যে মধ্যে অনেক অবকাশ পাইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকাতে ঐ অবকাশকাল ভদ্ররূপে অতিবাহিত করিতে পারে না। তখন কার্য্যান্তরে অব্যাসক্ত অন্তঃকরণে নানা দুর্ম্মতি ও দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়। পঞ্জরবদ্ধ পক্ষির ন্যায় পর্য্যাকুলচিত্তে একবার দ্বারের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া রাজপথ অবলোকন করিতে থাকে, একবার গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পরপুরুষ-দিদৃক্ষায় ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে, একবার বা স্বৈর সখীর সঙ্গে হাস পরিহাস ও অসদ্বিষয়ক আলাপপ্রসঙ্গে নানা অসাধু কল্পনার উদ্ভাবন করিতে থাকে। কোন প্রকারেই অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিতে পারে না। এই প্রকারে অনেক রমণীর ব্যভিচার দোষ স্পর্শও হইয়া থাকে। এরূপ দুর্ঘটনা হওয়াও নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে। যেহেতু পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, কার্য্যান্তরে অবিনিযোজিত সময় অতিশয় ভয়াবহ হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিত, এবং সেই শাস্ত্রানুশীলন রস আস্বাদ করিয়া সুখে কালযাপন করিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে কদাপি অন্তঃকরণে দুর্ম্মতি বা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইত না, এবং দুর্ব্বশ দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণ কখনই তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল চরিত্রকে সকলঙ্ক ও অপবিত্র করিতে পারিত না।

হায় ! আমাদিগের সেই সৌভাগ্য ও সুখের দিন কবে সমাগত হইবে। এবং কবেই বা অস্মদ্দেশীয় হতভাগ্য নারীগণের সেই সৌভাগ্য-সূচক শুভগ্রহের উদয় হইবেক। যখন আমরা দেখিতে পাইব,

আমাদিগের স্ত্রীপরিবারেরা বৃথা কন্দল কলহ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্ক দ্বারা সুখে কালহরণ করিতেছে। সাবিত্রী পঞ্চমী অনন্ত পিপীতকী প্রভৃতি ব্রতোপবাসানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও তত্তন্নামকীর্ত্তনেও বিলজ্জিত হইয়া ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে পারায়ণব্রতে দীক্ষিতা হইতেছে। স্বামিসন্নিধানে তুচ্ছ বসন ভূষণাদি প্রার্থনার কথা পরিহরণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ কাব্যালঙ্কার বিষয়ক প্রসঙ্গে স্বয়ং সুখিত ও প্রিয়তমকে সুখায়িত করিতেছে। কেহ বা করকমলে বিচিত্র তূলিকা ধারণ করিয়া চিত্রপটে বিবিধ জগতী পদার্থের চিত্র বিন্যাস করিতেছে। কেহ বা সূচী ও তন্তুসন্তান হস্তে লইয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কেহ বা পুত্র কন্যা প্রভৃতি শিশুসন্তানগণকে সন্নিধানে উপবেশিত করিয়া তাহাদিগের কোমল মানস ক্ষেত্রে নির্ম্মল উপদেশ বীজ সকল বপন করিতেছে। কেহ বা নানা দেশীয় ইতিহাস সন্দর্ভ সন্দর্শনপূর্ব্বক সত্যাসত্য নির্ব্বচন করিয়া একাগ্রমনে নবীন ললিত সন্দর্ভ সঙ্কলিত করিতেছে। কেহ বা দৃষ্টিপথের পুরোভাগে বিচিত্র ভূচিত্র সকল সংস্থাপিত করিয়া ভূগোলের তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে। কেহ বা নিশাভাগে অনাবৃত উন্নত প্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল নভোমণ্ডলে দূরবীক্ষণ বিনিবেশিত করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির পরস্পরের অন্তর ও সঞ্চারাদি গবেষণা করিতেছে। তখন আমাদিগের কি সুখের অবস্থা উপস্থিত হইবে, এবং কত সুখেই বা এই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

হে করুণাময় জগদীশ্বর! আমাদিগের দেশীয় লোকের অন্তঃকরণ হইতে কুসংস্কার ও কুমতি দূর করিয়া সুমতি প্রদান করুন যাহাতে সকলেই একমনা, এককর্ম্মা ও এক উদ্যোগ হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায়ে আরোহণপূর্ব্বক আপন আপন নন্দিনী ও গৃহিণী প্রভৃতি স্ত্রীপরিবারকে বিদ্যাভ্যাস কার্য্যে নিয়োজিত করেন।

আমাদিগের বোধ হইতেছে এ দেশের হতভাগা সীমন্তিনীগণের

দুরবস্থা দর্শনে করুণাময় বিশ্বকর্ত্তার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে এবং সেই দুরবস্থা একবারে দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্পূর্ণ অভিনিবেশও হইয়াছে। যেহেতুক তিনি এতদ্দেশীয় লোকসমূহকে স্ত্রীশিক্ষানুষ্ঠান বিষয়ে ব্যয়কাতর, অনুৎসাহী, অনুদ্যোগী ও সাহসবিহীন সুতরাং তদনুষ্ঠানে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া অতি দূর দেশ হইতে একজন উদারচিত্ত মহানুভাব মহাপুরুষকে ঐ সৎকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত আনিয়া দিয়াছেন। এই মহাত্মা বিদ্যাদান বিষয়ে যেমন বদান্য তেমনি উৎসাহগুণসম্পন্ন, এদেশের অবস্থানুসারে এক্ষণে যাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত আবশ্যক ইনি যথার্থতই সেই রূপ। বোধ করি উক্ত মহাত্মার নাম সকলেই অবগত আছেন। ইনি এক্ষণে আমাদের দেশে শিক্ষাসমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ। ইহাঁর নাম অনরেবল ড্রিঙ্কওয়াটর বীটন। ইনি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত সাধন করিবার নিমিত্ত গত বর্ষে এই মহানগরীতে এক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। স্বয়ং আসিয়া সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করেন। এবং সেই বিদ্যালয়ের যখন যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়াদির আবশ্যক হয়, উক্ত মহাত্মা একাকী অকাতরে তৎসমুদায় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনার কালে আমরা মনে করিয়াছিলাম, এ দেশের প্রাচীন লোকেরা প্রথমতঃ এতৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না, কারণ তাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ বদ্ধমূল কুসংস্কারের একান্ত বিধেয়। ভদ্রাভদ্র কিছুই বিবেচনা করেন না কেবল গতানুগতিক ন্যায়ে পুরাতন পদবীর অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বাল্যাবধি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, ন্যায় নীতি পদার্থমীমাংসা প্রভৃতি পাঠ করিয়া সত্যাসত্য নির্ব্বচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নানাবিধ ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ দ্বারা নানা দেশের আচার ব্যবহার চরিত অবগত হইয়া অন্তঃকরণের কুসংস্কার দোষ শোধন

করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা স্বদেশের দুর্দ্দশা বিমোচন ও মঙ্গল সম্পাদন করিবার আকাঙ্ক্ষায় কথাপ্রসঙ্গে কত প্রকার সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্কল্পে আরূঢ় হইয়া থাকেন। তাঁহারা এই অবসর পাইয়া অবশ্যই আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া এক উদ্যমেই এই মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইবেন, এবং সাধ্যানুসারে ঐ বিদেশীয় বান্ধবের সাহায্য দান করিবেন। হা! আমরা কি দারুণ ভ্রমে পতিত ছিলাম, আমাদের সেই ফলোন্মুখী আশালতা কোথায় বিলীন হইয়া গেল। সভ্যাভিমানী নবীনতন্ত্রের লোকেরা একবারে আমাদিগকে হতাশ করিয়া দিয়াছেন। কথা কহিব কি? আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি, হস্তপাদাদি সকল উদরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম সভ্যাভিমানী নব্য সম্প্রদায়িক মহাশয়েরা স্বকীয় বিদ্যার প্রভাবে দেশের সকল প্রকার দুরবস্থা দূর করিবেন। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশে প্রচারিত করিবেন, বাল্যপরিণয় প্রথা সুদূরপরাহত করিয়া দিবেন। বিধবাগণের দারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখ দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন। এবং সকল দুরবস্থার নিদানভূত যে জাত্যভিমান তাহাকে আর স্থান দিবেন না। এই সমুদায় মহৎ কার্য্য যাঁহাদের কৃতিসাধ্য ভাবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, সেই নবীন সম্প্রদায়িক মহাত্মারা প্রথম সংগ্রামের উপক্রমেই অর্থাৎ বালিকাবিদ্যালয়ের প্রারম্ভেই যেরূপ দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছেন, সেই এক আঁচড়েই তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, উৎসাহ, উদ্যোগ, দেশোপকারিতা প্রভৃতি সমুদায় গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা এক প্রকার স্থির করিয়াছি, এ দেশের মৃত্তিকায় যথার্থ উৎসাহী ও যথার্থ হিতকারী মনুষ্য জন্মিতে পারে না। অতএব এ দেশ মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা অথবা বিধবা বিবাহ প্রভৃতি যে কিছু মহৎ কার্য্য যখন ঘটিবে, তাহা বিদেশীয় লোকের অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতির হস্ত দ্বারাই সম্পাদিত হইবে, দেশের লোক কেবল

হা করিয়া চাহিয়া রহিবেন। বরং পারেন ত সাধ্যানুসারে প্রতিবন্ধকতাচরণ কবিতে ত্রুটি করিবেন না। কি লজ্জার বিষয়! কি লজ্জার বিষয়! অনরবল বীটন মহাশয় যে আমাদিগেরি কন্যাসন্তানগণের শিক্ষার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন ইহা একবারও কেহ মনে ভাবিলেন না, তিনি যে কেবল আমাদিগেরি হিত করিবার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে অশেষ আয়াস পাইতেছেন ইহা একবারও আলোচনা কবিলেন না, তিনি যে নিতান্ত স্বার্থশূন্য কেবল আমাদেরি কন্যাগণের নিমিত্ত প্রতিমাসে সাত আট শত টাকা ব্যয় করিয়া যথার্থ মিত্রেব কার্য্য করিতেছেন ও বহুসহস্র টাকা ব্যয় করিয়া উৎকৃষ্ট বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, ইহা একবারও বিবেচনা করিলেন না, কেবল অহরহ ঐ মহানুভাবের নিন্দাবাদ, অকীর্ত্তি রচনা ও মিথ্যাকলঙ্ক জল্পনা করিয়া আপন আপন ইংরাজি বিদ্যার পরিচয় দিলেন। কি লজ্জার কথা! কি লজ্জার কথা! এ দেশীয় লোকেব ইউরোপীয় বিদ্যাধ্যয়ন ও সভ্যতার উদয় কেবল অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া কলাপেই পর্য্যবসিত হইল। বীটন সাহেবের সহিত এ দেশের লোকেরা যে প্রকার অসদ্ব্যবহার করিলেন, শুনিয়া বিদেশীয় ভদ্র লোকেরা কি মনে করিতেছেন, আমরা বোধ করি তাঁহারা এ দেশকে অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড বলিয়া নিরন্তর ভৎর্সনা করিতেছেন সন্দেহ নাই।

এই প্রস্তাব সময়ে আমরা বাবু বামচন্দ্র ঘোষাল, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু, বাবু গুরুচরণ বশ, বাবু বসিকলাল সেন, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, বাবু শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার গুণকীর্ত্তন না করিয়া লেখনী সঞ্চালন স্থগিত করিতে পাবি না, যেহেতু উক্ত মহাশয়েরা যথার্থ মহানুভাব ও যথার্থ উদার স্বভাবের কার্য্য করিয়া দেশের নাম রক্ষা করিয়াছেন, এবং যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় স্ত্রীশিক্ষা

ব্যবহার এদেশে পুনর্ব্বার প্রচরদ্রূপ হয় তবে এই উল্লিখিত মহাত্মারাই তাহাব প্রথম প্রচারক অথবা পুনরুদ্ধারক বলিয়া দেশ বিদেশে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পুণ্য কীর্ত্তি প্রশংসাব পাত্র হইয়া জগদীশ্বরেব শুভাশীর্ব্বাদের অদ্বিতীয় আধার হইবেন।

আমাদের বোধ হইতেছে এই প্রসঙ্গ সময়ে আর কতকগুলিন মহাত্মারা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর ধন্যবাদের আস্পদ হইতে পাবেন। বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র, বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র, বাবু নবীনকৃষ্ণ মিত্র, বাবু প্যারীচাঁদ সরকার ইঁহারা কলিকাতা নগরীয় বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনাব প্রায় সমকালেই স্বয়ং পরিশ্রম দান ও স্বয়ং অর্থ ব্যয় স্বীকাব করিয়া আপনাদিগের নিবাসস্থান বারাশতে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যালয় স্থাপনাব পরে কতকগুলি ঘোর পাষণ্ড রাক্ষস লোকেরা এই সংকর্ম্মানুষ্ঠান অসহমান হইয়া সেই সাধুগণেব উপর দারুণ উপদ্রব ও ঘোরতব অত্যাচার করিয়াছিল, তথাপি সেই সাধুগণ স্বাবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত না হইয়া বরং অধিকতর প্রয়াসে অকুতোভয়ে স্বকার্য্য সাধন করিতেছেন। ইঁহাদিগের অধিক ধন সম্পত্তি নাই, রাজকীয় কোন প্রধান পদে নিয়োগ নাই, বরং ইঁহাদিগেব নামও কেহ জানেন না। এমত সামান্যাবস্থাপন্ন হইয়াও ইঁহারা কেবল আপন২ পরিশ্রম ও মনের দৃঢ়তা সহকারে এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার সমাধা করিতেছেন। অতএব ইঁহাদিগের নাম ও গুণগ্রাম পাষাণনিহিত রেখার ন্যায় সর্ব্বসাধারণেব অন্তঃকবণে চিরজাগরূক থাকা অত্যাবশ্যক।

বীটন-প্রতিষ্ঠিত নারী-বিদ্যালয়

বীটন-নারী-বিদ্যালয়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠার সঠিক ইতিহাস সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত সোমবারে [৭ মে ১৮৪৯] হিন্দুজাতীয়া বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যারম্ভ করিয়াছেন, বাহির শিমুলিয়া পল্লীতে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের যে বৈঠকখানা আছে উদ্যানমধ্যস্থ ঐ প্রশস্ত রম্য গৃহ বালিকাদিগের শিক্ষালয় হইয়াছে. চতুর্দ্দিগে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের দক্ষিণদিগে দক্ষিণবাবু একমাত্র দ্বার রাখিয়াছেন. সে দ্বারে প্রহরী থাকিলেই স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য পুরুষ কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না,…বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দিবসেই অনেক ভদ্র বালিকারা তথায় গমন করিয়াছিলেন, শিক্ষাদাত্রী এক সচ্চরিত্রা বিবী তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছেন.… আপাততঃ শিক্ষাদানের নিয়ম হইয়াছে প্রাতঃকালাবধি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত বালিকারা শিক্ষা করিবেন.… ।

প্রথম দিবস একবিংশতি বালিকা উপস্থিতা হইয়াছিলেন.… বেথুন সাহেবকে এবং উদ্যোগকারি বান্ধবগণকে ধন্যবাদ দিয়া শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধুবাদ করি, উক্ত বাবু এক শত টাকা ভাড়ার উপযুক্ত বৈঠকখানা বিদ্যালয়ার্থ অমনি দিয়াছেন, বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থান যেপর্য্যন্ত প্রস্তুত না হয় তন্মধ্যে দক্ষিণবাবু তাঁহার বৈঠকখানার ভাড়া লইবেন না, এবং উক্ত বাবু ৯০০০ সহস্র টাকামূল্যে মৃজাপুরে সাড়ে পাঁচ বিঘা ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন বিদ্যালয় করণার্থ ঐ ভূমি প্রদান করিয়াছেন ।—'সম্বাদ ভাস্কর'. ১০ মে ১৮৪৯, বৃহস্পতিবার ।

…এতদ্ভিন্ন বিদ্যাগার প্রস্তুত করণ কালে এক সহস্র টাকা দিবেন, আর ঐ বিদ্যাগারের জন্য পুস্তক যাহার মূল্য ৫০০০ সহস্র টাকার ন্যূন নহে তাহাও দিতে স্বীকার করিলেন, ঐ সকল পুস্তক যথায় আছে আমরা তাহা জানি, এবং ইহাও বিশ্বাস করি দক্ষিণ বাবু যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহার অন্যথা হইবেক না, বিশেষতঃ সাহেবের সহিত কথোপকথনানন্তর বাটীতে আসিয়া এক পত্রমধ্যে এই সকল বিষয় লিখিয়া বেথুন সাহেবের

নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সাহেবও লিখিয়াছেন তিনি সন্তোষ পূর্ব্বক এই সকল দান গ্রহণ করিলেন।… —'সম্বাদ ভাস্কর', ১২ মে ১৮৪৯।

…বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উক্ত সাহেবের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এমত সদ্ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্য করণার্থ সাহেবকে এক খণ্ড ভূমি দান করেন তাহার মূল্য ন্যূনাধিক ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা। সেই ভূমির নিকটবর্ত্তি আর এক খণ্ড ভূমি ছিল কিয়ন্মাস গত হইল সাহেব তাহা স্বয়ং ক্রয় করেন সে খণ্ডের মূল্য প্রায় ১০০০০ টাকা কিন্তু ঐ দুই খণ্ড ভূমি নগরের প্রান্ত ভাগে স্থিত হওয়াতে সেখানে অভিপ্রেত বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ না করিয়া স্থানান্তরে করা অভিমত হইয়াছে অতএব সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিমে উত্তম সরকারী ভূমি থাকাতে সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উক্ত দুই খণ্ড ভূমির বিনিময়ে হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিম দিক্‌স্থ ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঐ স্থলেই বালিকাদের অধ্যয়নার্থ এক সুশোভিত বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণে ৪০০০০ টাকা ব্যয় হইবে তাহার অদূরে বালিকাদিগের শিক্ষাদায়িনী বিবির গৃহ নির্ম্মাণ হইবে তাহাতেও ১৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে অপর দৌবারিক প্রভৃতি ভৃত্যদিগের গৃহ এবং ভূমি বেষ্টক প্রাচীর করিতে হইবেক তাহাতেও পাচ ছয় সহস্র টাকার প্রয়োজন। অতএব ঐ বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণার্থ প্রায় ৬২০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট যে ভূমির পরিবর্ত্তে হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিমদিক্‌স্থ ভূমি দান করিয়াছেন তাহার মূল্য ২২০০০ টাকা সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪০০০ টাকা ব্যয় হইবেক। বেথুন সাহেব স্বয়ং এই বিপুল অর্থ দান করিতেছেন তাহাতে কেবল দক্ষিণারঞ্জন বাবু ১২০০০ টাকার ভূমি দিয়া আমারদের দেশের মান যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছেন।—'সংবাদ সুধাংশু', ২৩ ভাদ্র ১২৫৭।

> গত পরশ্ব সায়াহ্নে স্ত্রী বিদ্যালয়ের শিলারোপ হইল শ্রীযুত ডেপুটী গবর্ণর স্যর জান লিট্লর মহোদয়ের অধিষ্ঠান হওয়াতে সমস্ত সম্ভ্রান্ত রাজকীয় কর্ম্মচারি ইউরোপীয় মহাশয়ের ও এতদ্দেশীয় বহু২ ধনি মানি বিদ্বজ্জনের সমাগমে বিদ্যালয়ের অতিপ্রশস্ত ভূমিও অতি সংকীর্ণ হইয়াছিল। ইংরাজদিগের যে২ নিয়মে প্রাসাদ বা সাধারণ বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণারম্ভ হয় সেই সমুদয়ে নিয়ম সহিত মহামহা সমারোহ সহ স্ত্রী বিদ্যালয়ের শিলারোপ হইয়াছে।...এই বিদ্যালয়ের স্থাপন কাল স্মরণ নিমিত্ত লেডি লিটলর কর্ত্তৃক যে এক বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহাব প্রক্রিয়াও আমাদের দেশের বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার ব্যাপার হইতে অতিশয় বিভিন্ন নয় ফলে বৃক্ষের তলে পুষ্পাদি অর্পণ হইয়াছিল বোধ হয় কোন মন্ত্র পাঠও হইয়া থাকিবেক।—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ৮ নবেম্বর ১৮৫০।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার এক জন সুলেখক ছিলেন। গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন সংস্কৃতবহুল ভাষায়, তেমনই সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি লিখিতে পারিতেন। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন ঃ—

> মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্য আমার বড় আপশোষ হয়। স্কুলে যত দিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পর আর সে দিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্যদান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা-সাহিত্যচর্চ্চাও ছাড়িলেন। যিনি

'বাসবদত্তা'র প্রণেতা তাঁহারই 'শিশুশিক্ষা' এখনও আমাদের ছেলে-মেয়েদের উপভোগ্য জিনিষ। তাঁহার 'পাখী সব করে রব' কবিতাটি কোন্ শিশু না সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়াছে ?

আমার মনে আছে, তিনি একবার সর্ব্বশুভকরী পত্রিকাতে 'অসামান্তশেমুসীসম্পন্ন' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ করিয়াছিলেন।···সর্ব্ব-শুভকরী পত্রিকা মদনমোহনের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকতার সময়ে তাঁহারই উদ্যোগে আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই অদর্শন হইল। পত্রিকাখানি সংস্কৃতবহুল প্রগাঢ় রচনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। কিন্তু এই মদনমোহনই আবার তাঁহার বাসবদত্তা নামক পদ্যগ্রন্থে অতি সরল প্রাঞ্জল ভাষার চমৎকার নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন। লোকটি নিঃসন্দেহ বিশ্ববলিনী শক্তির (Versatility) অধিকারী ছিলেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫৩-৫৫।

মদনমোহন যে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে, নিম্নে সেগুলির তালিকা দিতেছি :—

১। **রসতরঙ্গিণী।** ইং ১৮৩৪ (?)

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মদনমোহনের জীবনীতে (পৃ. ৪) লিখিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজে "অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন সময়েই সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে তর্কালঙ্কার রসতরঙ্গিণীনামক কবিতা গ্রন্থে বঙ্গভাষায় তাঁহার বিচিত্র কবিত্ব শক্তির প্রথম পরিচয় দেন।"

'রসতরঙ্গিণী'র ১ম সংস্করণ আমি দেখি নাই। ১৯২২ সংবতে প্রকাশিত ৩য় সংস্করণ হইতে "ভূমিকা" অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সময়াবধি অনেকানেক কবি-কুলতিলক ত্রিলোকলোকলোকনানন্দদায়ক মহাকবীশ্বর মহাশয়দিগের যে

সুরসিকসমূহাহ্লাদক সুরসসংসিক্ত স্বাদু কবিতা সকল এতদ্ভুবনমণ্ডলাকাশে উজ্জ্বলতর তারকার ন্যায় প্রকাশমান ছিল তাহা এই ক্ষণে প্রায় কালরূপি-কালরাত্রির কালতিমিরাবৃত হইয়া বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, যদিচ এতৎ কবিতা সকলের অনেকাংশ ভুবনাবতংস পণ্ডিতবংশোত্তংস পরম পণ্ডিত মহাশয়দিগের বিমলবদনবিকচকমলকুহবে বিরাজমান আছে কিন্তু তন্মধু শ্রীমন্মধুব্রত মহাশয়দিগের মধুব্রতভঙ্গশঙ্কায় প্রায় সঙ্কুচিত থাকাতে সাধারণ সকলের সুলভ নহে, এটা তন্মহাশয় মাত্রেরি নৈসর্গিকী রীতি, সুতরাং তত্তৎ স্বাদু কাব্য সাধারণেব আস্বাদযোগ্য না হওয়াতে কালক্রমে ক্ষীণতাই হইতেছে, অতএব এই ক্ষণে আমি ঐ উদ্ভট কবিতা সকল সঙ্কলন করিয়া সাধারণজনগণেব আস্বাদনার্থ তত্তৎকবিতার্থ যথার্থ রূপে ভাষায় পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে ভাষিত করিয়া প্রকাশকবণেচ্ছু হইয়াছি, তন্মধ্যে প্রথমতঃ আদ্যরসঘটিত শ্লোক সকল এতদ্‌গ্রন্থে প্রকাশ কবিলাম,···

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'রসতরঙ্গিণী' হইতে মূলসমেত কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

উদেতি ঘনমণ্ডলী নর্টতি নীলকণ্ঠাবলি-
স্তড়িদ্বলতি সর্ব্বতো বহতি কেতকীমারুতঃ।
তথাপি যদি নাগতঃ সখি স তত্র মন্যেঽধুনা
দধাতি মকরধ্বজস্ত্রুটিতশিঞ্জিনীকঃ ধনুঃ ॥

সজল জলদগণ, ব্যাকুল করায় মন,
তাহে আরো তার কোলে তড়িতের রেখা লো।
কেতকী বনের বায়, মন্দ মন্দ বহে তায়,
আনন্দে ময়ূরগণ ঘন ডাকে কেকা লো।

কি হইবে বল সোই, তথাপি সে এলো কোই,
হেন দিনে কেমনে রহিব আমি একা লো।
বুঝি মদনের পাছে, ধনুর্গুণ ছিঁড়িয়াছে,
অনুমানি সে জনের তাই নাই দেখা লো॥

লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে
মা বিভূষয় কৃষাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
শুদ্ধ এব যদি জীবহারকঃ
সায়কো হি গরলৈর্ণ লিপ্যতে॥

সুধু সুধামুখি নয়নে তব।
যদি যুবজনা মোহিত সব॥
তবে বল দেখি কি ফল দেখে।
উজ্জ্বল করিছ কজ্জল মেখে॥
সুধু শরে যদি জীবন হরে।
কি ফল গবল মাখিয়া তাবে॥

জানীমো বয়মাসনস্থ কমলে তস্যা মুখেন্দোস্থিষা
সংকোচং সমুপাগতে স ভগবান্ দুস্থঃ সরোজাসনঃ।
ভুগ্নং ভ্রূলতিকাযুগং বিহিতবান্ বক্রে দৃশৌ সৃষ্টবান্
মধ্যং বিস্মৃতবান্ কচাংশ্চ কুটিলান্ বামভ্রুবঃ সৃষ্টবান্॥

অনুমানি অনুরাগে, বিধি তার আগে ভাগে,
বদনকমলখানি যতনেতে সৃজিল।
সৃজিতে সৃজিতে তায়, বসিতে ঘটিল দায়,
মুখ দেখে আসনকমল মুখ মুদিল॥

ব্যস্ত হয়ে প্রজাপতি, গড়িলেন দ্রুতগতি,
তাই অতি ভুরুপাতি, বাঁকা হয়ে রহিল।
বেঁকিল নয়ন শেষ, কুটিল হইল কেশ,
গঠিতে মাঝারদেশ একেবারে ভুলিল॥

২। **বাসবদত্তা।** ইং ১৮৩৬ (শক ১৭৫৮)।

রাজনারায়ণ বসু 'আত্ম-চরিতে' (পৃ. ৩৩) লিখিয়াছেন :—

মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন সুকবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত প্রধান কবিতার নাম বাসবদত্তা।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন :—

তর্কালঙ্কার সংস্কৃত বাসবদত্তার অবিকল অনুবাদ করেন নাই। তাহা হইলে বাসবদত্তার রচয়িতা বলিয়া কবি-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন না। তিনি বাসবদত্তা-ঘটিত উপাখ্যানমাত্র অবলম্বন করিয়া, নিজের ভাবে, নিজের ভাষায়, নিজের ছন্দে ও নিজের রাগ রাগিণীতে এই কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিংশবর্ষীয় পঠদ্দশাপন্ন ছাত্র এত ছন্দ ও এত রাগ রাগিণী শিক্ষা করিয়া তাহাতে এমন সুললিত কবিতামালা কি রূপে রচনা করিলেন তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'বাসবদত্তা' হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রভাত বর্ণন।

রাগিণী বিভাস। তাল আড়াঠেকা।

গচ্ছতি রজনী, কোকিল রমণী, কূজতি ভৃশ-মনুবারং।
বিকসিত কুসুমং, রৌতিচ বিষমং, কল কল-মলিপরি-পারং॥

গতবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিরে, স্ফুটতি চ নলিনী জালং।
কুমুদ কলাপে, বিহিত বিলাপে, সীদতি রহসি বিশালং ॥
বিরহিত শোকে, কূজতি কোকে, হৃষ্যতি বিগত বিকারং।
সকল কিশোরী, তৃষিত চকোরী, রোদিতি সকরুণ তারং ॥
শ্রীকবি মদন, ধৃতহরি চরণ, রচয়তি রহিত বিষাদং।
বিহিত সুসজ্জাং, পরিহর শয্যাং, নৃপসুত স্মর হরি পাদং ॥

কামিনীর সজ্জা।

... ...

একাবলী ছন্দঃ।

একেত চিক্কণ চিকুর জাল।
তাহাতে গাঁথনি মুকুতা মাল ॥
বিনাইয়া বেণী বাঁধিল ভালা।
বেড়িয়া বিলসে বকুল মালা ॥
খেদেতে ক্ষুব্ধ হেরি খোঁপায়।
রাগিণী নাগিনী রাগে ফোঁপায় ॥
মলয়জ রজ রস মিশালে।
তিলেকে তিলক করিল ভালে ॥
অঞ্জনে রঞ্জন করিল আঁখি।
যেন নাচে দুটি খঞ্জন পাখি ॥
গৃধিনী গঞ্জিত শ্রবণ মূলে।
কুণ্ডল যুগল পরিল তুলে ॥
সহজে অধর বাঁধুলি ফুল।
রঙ্গিণী রঙ্গিম করিল মূল ॥
মোহন মুকুরে মোহন ছাঁদ।
নিরখিয়া নিজে নিন্দিল চাঁদ ॥

তরুণ তরল তারকাকার।
গলে গজমতি গছিল হার ॥
পয়োধর পরে ঈষত দোলে।
যেন শশী রাশি সুমেরু কোলে ॥
বাঁধে কুচযুগে কাঁচলী কসে।
যেন কি চিত্রিল হেম কলসে ॥
কর কিসলয়ে মণি বলয়।
সাজে ভুজে মণি কেয়ূরদ্বয় ॥
মুখর মঞ্জিম মঞ্জির শোভা।
যুব জন মন মরাল লোভা ॥
কটিতটে করে মধুব রব।
শুনি যেন কি জাগে মনোভব ॥
সখীগণে মনে মিটায়ে আশ।
বাছিয়া বাছিয়া পরাল বাস ॥
চিরদিন যার যে ছিল মনে।
সেই সাজাইল সেই ভূষণে ॥
একে রাকা নিশাকর বরণী।
তাহে বেশ ভূষা ধরিয়া ধনি ॥
দাঁড়াইল আসি সখীর মাঝে।
তারা তারাপতি লুকায় লাজে ॥
চলিতে নূপুর বাজিছে পায়।
কত শত কাম মোহিত তায় ॥
ধনি কহে কথা মধুর স্বরে।
যেন রাশি রাশি পীযূষ ক্ষরে ॥

আজি মনোচোর মিলিবে বলে।
মৃদু মৃদু হাস মুখ-কমলে॥
গরবে উলসি উঠিছে কায়।
সঘন আপন মূরতি চায়॥
শুনলো যুবতি কহিছে কবি।
হের না আপনি আপন ছবি॥
যে তব নয়ন বিষম ফাঁদা।
শেষে কি আপনি পড়িবে বাঁধা।
কামারের গলে পড়িলে অসি।
তারে কি কাটে না ওলো রূপসী॥

কামিনীর বিবহোৎকণ্ঠিতা।
রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

কই এল সই সেই প্রাণ কালিয়া।
স্মর খর শরে তনু যায় জ্বলিয়া॥
এ বন ফুলের মালা, বিষম শূলের জ্বালা.
এ দেহ বিহনে কালা, যায় বুঝি গলিয়া।
আনিতে যে গেল গেল, পুনঃ নাহি ফিরে এল,
নাথ বা আসিতেছিল, কে রাখিল ছলিয়া॥

৩। **শিশুশিক্ষা**। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—ইং ১৮৪৯; তৃতীয় ভাগ—ইং ১৮৫০।

মদনমোহন প্রথম ভাগ 'শিশুশিক্ষা' কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের সভাপতি বীটন সাহেবকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রের প্রথমাংশ এইরূপ :—

অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্র দ্বারা তাহাব প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।

প্রথম ভাগ 'শিশুশিক্ষা' হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। কবিতাটি সর্ব্বজনপরিচিত :—

পাখী সব করে রব, বাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি, সকলি ফুটিল ॥
রাখাল গরুর পাল, লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন, নিজ নিজ পাঠে ॥
ফুটিল মালতী ফুল, সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি, আসিয়া জুটিল ॥
গগনে উঠিল রবি, লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক, পুলকিত মন ॥
শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে, নিশির শিশির ॥
উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন, করহ নিবেশ ॥

দ্বিতীয় ভাগ 'শিশুশিক্ষা'ও ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার "মুখবন্ধে"র তারিখ—"৭ই বৈশাখ। সংবৎ ১৯০৬।" এই মুখবন্ধে প্রকাশ :—

শিশুশিক্ষাব প্রথম ভাগে, কেবল অসংযুক্তবর্ণপরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সংযুক্তবর্ণপরিচয়ের নিমিত্ত, দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলিত হইল।

তৃতীয় ভাগ 'শিশুশিক্ষা' পর-বৎসর প্রকাশিত হয়। ইহার "মুখবন্ধে"র তারিখ—"১৬ই ভাদ্র, শকাব্দাঃ ১৭৭২।" মুখবন্ধটি এইরূপ :—

> শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণ পবিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানাবিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল।
>
> কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদিগেব অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থালী ও কাষ্ঠভার দর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্ধের পলায়ন, পুরস্কার লোভে বক কর্ত্তৃক বৃকেব কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয় মধুর স্বর পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বদ্ধ অবাস্তবিক বিষয় সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।

মদনমোহন অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ) তর্কালঙ্কারের জীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী, চিন্তামণি-দীধিতি, বেদান্ত-পরিভাষা এই তিন খানি পুস্তকের সংস্করণ ও প্রথম মুদ্রাঙ্কন দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রেব বিলক্ষণ উপকার করিয়া গিয়াছেন। শব্দশক্তি-প্রকাশিকা ও বোপদেবেব ধাতুপাঠ এই দুই খানি ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং কাদম্বরী, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত এই তিনখানি সাহিত্যগ্রন্থ সংশোধিত ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণ-সংসারে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। পৃ. ৪১-৪২

আমি মদনমোহনের যে-সকল সম্পাদিত গ্রন্থ দেখিয়াছি সেগুলির একটি তালিকা দিলাম :—

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্—শ্রীহর্ষবিরচিতম্। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

কবিকল্পদ্রুমঃ—বোপদেব কৃত। পরিভাষা টীকা সহ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

অনুমানচিন্তামণিদীধিতিঃ—রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য-কৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

বৈয়াকরণভূষণসারঃ—কৌণ্ড ভট্ট কৃত। তারানাথ তর্কবাচস্পতি পরিশোধিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

আত্মতত্ত্ববিবেকঃ—উদয়নাচার্য্য-কৃত। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন পরিশোধিত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

দশকুমারচরিতম্—দণ্ডিকৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

কাদম্বরী—বাণভট্ট-কৃত। ১৯০৬ (?) সংবৎ।

মেঘদূতম্—কালিদাস-কৃত। মল্লিনাথ-কৃত টীকা সহ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৭ সংবৎ।

কুমারসম্ভবম্, ১-৭ সর্গ—কালিদাস-কৃত। মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৭ সংবৎ।

ভ্রম-সংশোধন :—এই চরিতমালার 'অক্ষয়কুমার দত্ত' নামক ১২শ সংখ্যক পুস্তকের ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় প্রথম ভাগ 'চারুপাঠে'র প্রকাশকালে ভুল আছে। ইহার প্রকাশকাল—ইং ১৮৫৩; "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ—"শকাব্দ ১৭৭৫। ৪ শ্রাবণ"।